182. Ed. 899. 3

TEMPERANCE CATECHISM.

মাদক দ্রব্যের বিষয়ে

(63)

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নোত্তর ও শিক্ষকের জন্য টীকা।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE BENGAL BRANCH OF THE

W. C. T. UNION, 1899.

(30.JUN.13.

"বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ অভ্যাস করাও, তাহাতে সে যখন প্রাচীন হইবে, তখনও তাহা ছাড়িবে না।" হিতো ২২; ৬।

ধর্ম্মপুস্তকের উক্ত বচনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে।

সকলে জানে যে, শিশু কালে যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা শীঘ্র ছাড়ান যায় না। শয়তান, ব্যাধের তুল্য শিশু-দিগের ক্ষুদ্র পদ কু-অভ্যাস-রূপ পাপ-জালে বদ্ধ করিবার চেষ্টায় সতত সতর্ক আছে।

সুশিক্ষা দ্বারা শিশুদিগকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর করুন, যেন এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা অনেকের রক্ষা হয়।

সূচীপত্র।

মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

১ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—প্রতিজ্ঞা-পত্র।

বচন-রত্ন।—"আমার নিয়ম আমি স্মরণ করিব।

যিহি ১৬; ৬০।

চিন্তা-রত্ন।—যাহাতে নেশা করে, এমন সকল জিনিষের ব্যবহার একবারে ত্যাগ করা যদি বড় ত্যাগস্বীকার মনে কর, তবে কেবল নিজের জন্য নহে, অন্যের ভালর জন্যেও ত্যাগ কর।

প্রশ্ন।—১। মাদক দ্রব্য একবারে খাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রে সহি করি কেন?

আমাদের নিজের নিজের মঙ্গলের জন্য, আমাদের ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য; এবং আমাদের প্রভু যীশুর অনুরোধে।

২।—আমাদের নিজের নিজের মঙ্গলের জন্য কেন ?

কারণ মাদক দ্রব্য একবারে না খাইলে মাতালের সৃষ্টি হয় না। পরিমিত পান করিতে গিয়া অনেকে মাতাল হইয়া পড়ে।

৩।—ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য কেন ?

কারণ যদিও আমাদের নিজেদের সতর্ক হইবার প্রয়োজন না থাকে, তথাপি আমরা দৃষ্টান্ত ও প্রভা দ্বারা অন্যের উপকার করিতে পারিব।

৪।—ভ্রাতাদের মঙ্গলের অনুরোধে মাদক দ্রব্য না খাওয়ার বাইবেলসঙ্গত কোন কারণ আছে কি ?

সাধু পৌল বলিয়াছেন, "ভক্ষ্য দ্রব্য যদি আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মায়, তবে আমি অনন্ত কালেও কথনও মাংস ভোজন করিব না; পাছে নিজ ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই।"

৫।—যীশুর অনুরোধে মাদক দ্রব্য খাইতে হইবে না কেন ?

কারণ তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন আমরা সমস্ত অনিষ্টকর বিষয় হইতে নিজ নিজ শরীর রক্ষা করি।

৬।—এ বিষয়ে কি বাইবেলে কোন আজ্ঞা আছে?

পৌল বলিয়াছেন, "শরীর ঈশ্বরের প্রাসাদ। যদি কেহ ঈশ্বরের প্রাসাদ নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন।"

৭।—যীশুর অনুরোধে প্রতিজ্ঞা পত্রে সহি করিবার কি আর কোন কারণ আছে?

হাঁ, আছে; ইহাতে কোন দুর্ব্বল ভ্রাতার উপকার হইতে পারে। যীশু বলিয়াছেন, "আমার এই ক্ষুদ্রতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।"

৮।—কি কি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার না করিতে আমরা প্রতিজ্ঞা করি?

যাহাতে আল্‌কোহল্ (সুরাসার) আছে, সে সমস্ত পানীয় দ্রব্য, আর গাঁজা, আফিং, সিদ্ধি, চরস ইত্যাদি।

৯।—এ সকল জিনিষে বঞ্চিত হইব কেন?

কারণ এ সকল বিষ। নেশা করা মানে বিষ খাওয়া বৈ আর কিছুই নহে।

১০।—ত্রিবিধ, অর্থাৎ তিন প্রকার প্রতিজ্ঞা কি?

মাদক দ্রব্য না খাইতে, তামাক না খাইতে, এবং শপথ না করিতে প্রতিজ্ঞা করা।

১১।—তামাক খাব না কেন? বল দেখি?

ঢের কারণ আছে। তামাক খাওয়া একবার অভ্যাস করিলে, আর না খাইলে চলে না; তামাক অতি কদর্য্য জিনিষ, ইহাতে আমাদের দেহ অপবিত্র হয়; দেহ ত ঈশ্বরের প্রাসাদ।

১২।—শপথ করার বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা কি?

"তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অলীক ভাবে লইও না। কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অলীক ভাবে লয়, তাহাকে তিনি নির্দ্দোষ জ্ঞান করিবেন না।"

শিক্ষকের জন্য টীকা।

১ পাঠ।

দৃষ্টান্তের জিনিষ। এক বোতল জল, এক বোতল আল্কোহল্ (সুরাসার) আর "বিষ," এই কথা লেখা একখানা কাগজ। তামাক, গাঁজা, আফিং ও সিদ্ধি, এই সকল স্বতন্ত্র কাগজের পুরিয়ায় করিয়া লইবে, আর একখানি প্রতিজ্ঞা পত্র।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

শিক্ষক এই বার ছেলেদিগকে বোতল ছুটী দেখাইবে (ছুইটী বোতলই যেন দেখিতে এক রকমের হয়)। বোতলে কি আছে, ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। যদি তাহারা বলে যে, ছুই বোতলেই জল আছে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ঘ্রাণ লইতে দিবে, দিয়া "আল্‌কোহল্‌" ও তাহার বাঙ্গলা নাম "সুরাসার" বলিয়া দিবে। তাহার পরে বলিবে যে, কোন ডাক্তার-খানায় সামান্য একটু বিষাক্ত বা মারাত্মক ঔষধ আনিতে গেলে, লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য, "বিষ" এই কথা লেখা কাগজ শিশির গায়ে মারিয়া দেয়। আল্‌কোহলের বোতলের গায়ে "বিষ" লেখা কাগজ মারিয়া দেও। জিজ্ঞাসা করিবে, এই বোতলের আল্‌কোহল্‌ কি কেহ খাইতে চাহিবে, বোধ হয়? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে "না," তখন তাহাদিগকে বলিবে যে, অনেক লোকে রোজ রোজ ইহা খায়। কিন্তু ইহা অন্য জিনিষের সঙ্গে এমন করিয়া মিশাইয়া দেয় যে, লোকে বিষ বলিয়া মনেই করে না। বুঝাইয়া দেও যে, দেশী ও বিলাতী সকল প্রকার মদে, ও তাড়িতে আল্‌কোহল্‌ বিষ আছে, এ সকল খাইলেই আল্‌কোহল্‌ বিষ খানিকটা খাইতে হয়। লোকে যখন এই সকল জিনিষ খাইয়া মাতাল হয়, তখন বাস্তবিকই আল্‌-কোহল বিষের তেজে সেরূপ হইয়া থাকে। একটা আল-

কোহল (সুরাসার) খাইয়াছে যে, মাতাল হইয়াছে, যতটা খাইলে মরণ হয়, ততটা খায় নাই। আরও বলিবে যে, আল্‌কোহলে এরূপ লোককে অবশেষে মারিয়া ফেলে, কেননা যাহারা ইহা খাইয়া ঘন ঘন মাতাল হয়, তাহাদিগকে আর বৃদ্ধ হইতে হয় না, অকালে মরিতে হয়।

অনন্তর শিক্ষক আপনার নাম সহি করা একখান প্রতিজ্ঞা-পত্র দেখাইয়া বলিবেন, দেখ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আল্‌কোহল খাইব না। যদি কোন মিষ্ট জিনিষের সঙ্গেও মিশাইয়া দেওয়া হয়, তবুও খাইব না। কারণ যাহার সঙ্গেই মিশাও না কেন, উহা বিষ।

পরে শিক্ষক অন্য প্রতিজ্ঞা-পত্রখানি বাহির করিয়া বলিবেন, "ইহাতে আর এক প্রকার বিষের কথা আছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনও আমার শরীরে প্রবেশ করিতে দিব না।" অনন্তর উপরে "বিষ" কথাটী লেখা এক পুরিয়া তামাক দেখাইবে, এবং ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "ইহাতে কি আছে, জান?" কি কি প্রকারে লোককে তামাকের ব্যবহার করিতে দেখিয়াছ, তাহা বলিয়া যাইবে। যদি শিক্ষক জানেন যে, অমুক লোক তামাকের বিষে (nicotine) বা আল্‌কোহলের বিষে মারা পড়িয়াছে, সে বিষয় এই সুযোগে ভাঙ্গিয়া বলিলে ভাল হয়।

তখন শিক্ষক বলিবেন, "ভাল কথা, আমি আর একটী বিষয় না করিতে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অঙ্গীকার করিয়াছি, কখনও শপথ করিব না।" বুঝাইয়া দেও যে, ঈশ্বরের নাম অলীক ভাবে লওয়াই শপথ করা। বাইবেল হইতে তৃতীয় আজ্ঞাটী পড়িয়া শুনাইবে। ইহার পরে যদি ভাল বোধ হয়, ছেলেদিগকে প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করিতে বলিতে পার।

---

২ পাঠ

আলোচ্য বিষয়।—কেমন করিয়া আল্‌কোহল তৈয়ার হয়।

বচন-রত্ন।—"তাহাদের দ্রাক্ষারস জাতি সর্পের গরলতুল্য, কাল সর্পের উৎকট হলাহল তুল্য।"

দ্বিং বিং ৩২ ; ৩৩।

নরের আহার তরে, আমার সৃজন ;
পান করিবার তরে নহে কদাচন।
হাঁড়িতে রাঁধিয়া মোরে খাও ভাত করো ;
পচায়ে পচুই করে কভু খেও না রে।
রেঁধে যদি খাও মোরে হইবে মঙ্গল ;
চোঁয়ায়ে করিলে খেনো, হই হলাহল।

মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

১।— আল্‌কোহল কোথা হইতে আইসে?

চাউল, গোম, মাড়ুয়া ইত্যাদি শস্য হইতে হয়, এবং বিয়ার ও তাড়ি ইত্যাদি চোঁয়াইয়াও আল্‌কোহল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২।—পচান মদ কি?

পচান ভাত, বা তাল এবং খেজুরের রস। এই সকলেতে স্বভাবতঃ কিছু কিছু চিনি আছে; তাহা বিকৃত হইয়া কারবনিক এসিড ও আল্‌কোহল হইয়া যায়।

৩।—চিনিতে কি আলকোহল আছে?

না। কিন্তু হায়ড্রজেন, কারবনিক, এবং অক্‌সিজেন হইতে চিনি হয়। এই তিন পদার্থ স্বতন্ত্র হইলেও আবার একত্র করিয়া আল্‌কোহল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

৪।— কয়েক প্রকার পচান মাদকের নাম কর।

পোর্ট ও বিয়ার বিলাতী পচান মাদক। তাড়ি ও পচুই দেশী পচান মাদক। দ্রাক্ষার রস পচাইয়া পোর্ট ইত্যাদি সুরা তৈয়ার হয়, বার্লির রস পচাইয়া

বিয়ার তৈয়ার হয়। তাড়ি আর কিছুই নয়, পচান তালের বা খেজুরের রস ; আর ভাত পচাইয়া পচুই তৈয়ার হয়।

৫।—পচান রস হইতে আল্‌কোহল কেমন করিয়া তৈয়ার হয় ?

মাটীর বা তামার হাঁড়িতে করিয়া ঐ রস জ্বাল দেওয়া হয়, একটা নল দিয়া বাষ্প আর একটা হাঁড়িতে চালাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ফোঁটা ফোঁটা হইয়া গাঢ় বাষ্প পড়ে। সেই তরল পদার্থ প্রায় সমস্তই খাঁটি আল্‌কোহল।

৬।—এই সকল মদ কোথায় তৈয়ার হয় ?

পচান মাদক পচুইখানায়, বা তাড়িখানায় এবং আল্‌কোহল ভাঁটিখানায় তৈয়ার হয়।

৭।—চোয়ান মদ কি কি ?

হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, জিন, রম, এবং বাংলা মদ।

৮।—আল্‌কোহল কি কেবল লোকে খায়, না আর কোন কাজে লাগে ?

নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত ও তৈয়ার করিতে আল্‌কোহল কাজে লাগে।

৯।—ঔষধ প্রস্তুত করিতে আল্‌কোহল ব্যবহার না করিলে কি চলে না?

চলিবে না কেন? আর কোন কোন পদার্থ বাহির হইয়াছে, যাহাতে আল্‌কোহলের কাজ দেখে।

১০।—যদি আল্‌কোহল সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কি লোকের কষ্ট হইবে?

কিছু না। বরং আল্‌কোহল একেবারে তুলিয়া দিলে লোকের শরীর ও মন ভাল থাকিবে, টাকা মাটী হইবে না, মারামারি কাটাকাটি বিস্তর কমিয়া যাইবে।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—এক বোতল আল্‌কোহল এক থোকা নিচুফল, কিম্বা আর কোন প্রকার রসযুক্ত ফল, এক থালা পান্তা ভাত, ও মাহুয়ার ফুল আর খানিকটা চিনি।

আল্‌কোহলের বোতল দেখাইবে এবং প্রথম পাঠে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, প্রশ্ন করিয়া সেই সকল কথা আবার পাড়িবে।

ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কিসে আল্‌কোহল তৈয়ার হয়, তাহা বলিতে পারে কি না।

ভাত, ফল ইত্যাদি দেখাইয়া শিক্ষক বলিবেন যে, এই সকল ও এই প্রকার অন্যান্য জিনিষ হইতে আল্‌কোহল তৈয়ার হইয়া থাকে। শিক্ষক একটা ফল, বা এক মুষ্টি পান্তা ভাত হাতে চাপিয়া ধরিয়া রস বাহির করিবেন, এবং ছেলে-দিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহাতে আল্‌কোহল আছে বলিয়া বোধ হয় কি? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, "হাঁ, আছে।" তাহাদিগকে তখন বলিয়া দিতে হইবে যে, না, নাই; এই সকল সুন্দর ফলে, বা শস্যে ঈশ্বর আল্‌কোহল রাখিয়া দেন নাই। কিন্তু মানুষে এই সকলের মধুর রস আল্‌কোহল রূপ বিষে পরিণত করিতে জানে।

খানিকটা চিনি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "তোমরা কোন ফলে বা শস্যে চিনি দেখিয়াছ কি?" তাহারা "না" বলিলে, বলিয়া দিবে, দেখিতে না পাইলেও চিনি কিন্তু তাহাতে আছে। কিন্তু ডেলা ডেলা চিনি নাই; তাই দেখিতে পাও না; চিনি রসের সঙ্গে মিশিয়া আছে, ফল মুখে দিয়া যখন বল,

"আহা, কি মিষ্ট ফল!" তখন সেই চিনির স্বাদ পাওয়া যায়। আর যখন আম বা আর কোন ফল, "কি টক" বলিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া ফেলিয়া দাও, তখন জানিবে যে তাহাতে যথেষ্ট চিনি নাই, তাই টক। লোকে ফলের এই চিনির ভাগকে আল্‌কোহল করিয়া তুলে।

কেমন করিয়া আল্‌কোহল তৈয়ার হয়, পরে তাহা বুঝাইয়া দিবে;—ফলগুলিকে ছেঁচিয়া লয়, চাউল সিদ্ধ করে, পরে জালায় বা চৌবাচ্চায় দিন কতক ফেলিয়া রাখে, তাহাতে সেগুলি পচিয়া ফেণিয়া উঠে। এই প্রকারে চিনির ভাগ আল্‌কোহল বিষ হইয়া যায়।

তার পরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবে; ফলেতে ও চাউলে ঈশ্বর যে রস দিয়াছেন, তাহাতে আর "আল্‌কোহলেতে" ভিন্নতা কি? উত্তর কতকটা এই প্রকার হইবে,—ফলের রসে চিনি আছে, ঈশ্বর যেমন দিয়াছেন; আর আল্‌কোহল আর কিছুই নয়, বিষে পরিণত সেই চিনি।

---

৩ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—স্বাভাবিক পেয়।

বচন-রত্ন।— "আর যে পিপাসিত, সে আইসুক; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যে জীবন-জল গ্রহণ করুক।"

প্রকা ২২;১৭।

১।—স্বাভাবিক পানীয় দ্রব্য কি?

মানুষ ও পশু পক্ষীর স্বাভাবিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঈশ্বর যে পানীয় যোগাইয়া দেন, তাহাই স্বাভাবিক পানীয় দ্রব্য।

২।—এমন ধারা কোন পানীয় জিনিষের নাম কর ত।

যেমন জল।

৩।—এই স্বাভাবিক পানীয়ের দ্বারা উদরের কি উপকার হয়?

ইহাতে খাদ্য জিনিষ গলিয়া যায়, এবং ইহা পান কালে গলা জ্বলিয়া যায় না, বা বুক জ্বালা করে না।

৪।—ইহাতে শরীরস্থ রক্তের কি উপকার হয়?

ইহাতে খাদ্য দ্রব্য হইতে রক্ত জন্মায়। আর

আমাদিগের শরীরের বারো আনা কেবল জল; তাহাতেই জলের এত আবশ্যক।

৫।—জল পান করিলে কি জল পানের ইচ্ছা আরও বাড়ে?

ইহাতে তৃষ্ণার নিবারণ হয়। কিন্তু কখনও জল-তৃষ্ণা জন্মায় না।

৬।—জলের সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতার আবশ্যক?

যে জল খাইবে, তাহা যেন বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, নহিলে পীড়া জন্মিতে পারে।

৭।—আল্‌কোহল কি স্বাভাবিক পানীয়?

না। জলের মত ইহা আমাদের শরীরের এক অংশ করিয়া দেওয়া হয় নাই; আর আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য দ্রব্যে আল্‌কোহল নাই।

৮।—ইহা যে আমাদের স্বাভাবিক পানীয় নহে, তাহার আর ছয়টী কারণ দর্শাও?

১। ইহার স্বাদ কটু ও গন্ধ বিশ্রী।

২। ইহাতে গলা জ্বলিয়া যায়।

৩। ইহাতে পাকাশয়ের গ্লানি জন্মে।

৪। ইহাতে তৃষ্ণার নিবারণ হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়।

৫। ইহাতে পাকাশয়স্থ খাদ্য গলে না, বরং শক্ত হইয়া যায়।

৬। ইহাতে খাদ্য হইতে রক্ত জন্মায় না।

৯।—শরীরের পক্ষে প্রতিদিন কতটা জলের প্রয়োজন?

প্রায় দেড় সের, কিন্তু কতকটা জল খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষতঃ ফল, ভাত ও তরি তরকারির সঙ্গে উদরস্থ হয়।

১০।—পশুপক্ষীরা কি আল্‌কোহল যুক্ত মাদক পান করে?

না। মানুষে না খাওয়াইলে কখনও খায় না।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—এক গ্লাস জল, এক গ্লাস দুধ, এবং এক গ্লাস আল্‌কোহল আর মনুষ্য-দেহের ছবি।

গ্লাসের দুধ, জল ও আল্‌কোহল দেখাইয়া ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, এ সকল কি, বল দেখি? তাহারা অমনি দুধের নাম করিবে, কিন্তু বাকি দুইটী জিনিষের বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতে থাকিবে। জলের গ্লাসটী একটী ছেলের হাতে দিবে, সে খাইয়া দেখুক, জল কি না। তখন আর একটী

ছেলের হাতে আল্‌কোহলের গ্লাস দিয়া ঘ্রাণ লইয়া বলিতে বলিবে, জিনিষটা কি? পরে তিনটী গ্লাস সারি সারি বসাইবে, আল্‌কোহলের গ্লাসটী একটু দূরে রাখিবে, তাহা করিলে ছেলেরা অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করিবে, কেহ আল্‌কোহল খাইতে চাহে কি না? ক্ষুধা হইলে বা তৃষ্ণা পাইলে জল ও দুধ খাইলে উপকার হয়, এই জন্য আমরা উক্ত দুই জিনিষকে "স্বাভাবিক পানীয় দ্রব্য" বলি। যে ছেলেটী জলের স্বাদ লইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহাতে তোমার কণ্ঠ শীতল করিয়াছে, কি জ্বালা করিয়াছে? পরে ক্লাসের সকলে এক সঙ্গে বলুক, "জলে কণ্ঠ শীতল করে।" যে দুধ খাইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহাতে তোমার কণ্ঠ শীতল করিয়াছে কি জ্বালা করিয়াছে? পরে সকলে এক সঙ্গে বলুক, "দুধে কণ্ঠ শীতল করে।" অনন্তর শিক্ষক বলিবেন, "দুধে ও জলে কণ্ঠ শীতল হয়, এই দুইটী স্বাভাবিক পানীয় দ্রব্য।" আল্‌কোহলের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিবে, ইহা পান করিলে কণ্ঠ শীতল হয় কি জ্বলিয়া যায়? যদি তাহারা না জানে, তবে বলিয়া দিবে যে ইহাতে কণ্ঠ জ্বলিয়া যায়।

ছেলেদিগকে আরও বলিবে যে, তোমাদের শরীরে ছোট ছোট নদী বিস্তর আছে। কতক এদিকে, কতক ওদিকে,

কতক সেদিকে বহিয়া যাইতেছে। পরে তাহাদিগকে মনুষ্য-দেহের এমন একটী ছবি দেখাইবে, যাহাতে শরীরস্থ শিরা সকলের অবস্থা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছেলেরা এক হাতে অপর হাতের কব্জা কসিয়া ধরুক, তাহাতে চর্ম্মের ভিতর দিয়া শিরা সকল দেখিতে পাইবে। অনন্তর তাহা-দিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে অস্থি, মাংস চর্ম্ম, লোম. ও মাংসপেশীতে বল হয়, এই সকল ছোট ছোট নদী দিয়া তাহা যার যার স্থানে নীত হয়। শিক্ষক একটু জল খাইয়া বলিবে, "জলেতে করিয়া এই ছোট ছোট নদী সকল পরিপূর্ণ থাকে।" পরে একটু দুধ খাইয়া বলিবে, "দুধেতেই এই সকল ছোট নদী পূর্ণ থাকে, এবং দুধের সারভাগ এই নদী সকল দিয়া বহিয়া যায়।" অনন্তর আল্‌কোহলের গ্লাস দেখাইয়া বলিবে, "ইহা খাইব না, কারণ ইহাতে নদী সকল পরিপূর্ণ রাখে না, বা নদীতে এমন কিছু দেয় না, যাহাতে আমার দেহের উপকার হইবে। আল্‌কোহল ঈশ্বর তৈয়ার করেন নাই। তাই ইহা স্বাভাবিক পানীয় নহে। আবার দেখ, আমরা যাহা খাই, তাহা আল্‌কোহল দ্বারা দেহের মধ্যে চালিত হইয়া দেহকে বলবান ও পুষ্ট করে না; কিন্তু খাদ্য জিনিষ পাকাশয়ে আট্‌কাইয়া রাখে, তাহাতে আমাদের পীড়া হয়। জল ও দুধ স্বাভাবিক

পানীয়, এই জন্য তাহাতে করিয়া পাকাশয় হইতে খাদ্য দ্রব্য দেহের যথাস্থানে চালিত হয়।

তখন ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে,—জল, দুধ, আল্‌কোহল, ইহার কোন্ কোন্‌টীতে পিপাসা মরে?

এই তিনটীর কোন্‌টীতে দেহের উপকার হয়? কেমন করিয়া উপকার হয়?

যে কয়টী পানীয়ে শরীরের উপকার হয়, সে কয়টীকে কি কি বলে?

---

৪ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—স্বাভাবিক খাদ্য।

বচন-রত্ন।—"তিনি যাবতীয় প্রাণীকে আহার দেন;
হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী।"
গীত ১৩; ২৫।

চিন্তারত্ন।—আহারের জন্য জীবিত থাকি না, কিন্তু
জীবিত থাকিবার জন্য আহার করি।

১।—স্বাভাবিক খাদ্য কি?

যাহাতে শিশুর শরীর সুচারুরূপে পুষ্ট হইয়া

বাড়িয়া উঠে, আর বয়স্ক লোকের শরীরের ক্ষয় পূরণ হয়, তাহাই স্বাভাবিক খাদ্য।

২।—কি কি জিনিষকে তবে স্বাভাবিক খাদ্য বল?

গোম, চাউল, ডাল ইত্যাদি শস্য। কারণ খাদ্যে যে সকল পদার্থ থাকা চাই; তাহা এই সকল শস্যেই আছে।

৩।—এই সকল স্বাভাবিক খাদ্যের দ্বারা আমাদের শরীরের কি উপকার হইয়া থাকে?

(ক) ইহাতে আমাদের অস্থি, মাংস ও স্নায়ুর শক্তি বৃদ্ধি হয়।

(খ) ইহাতে আমাদের শরীর উষ্ণ রাখে।

(গ) ইহাতে শক্তি পাইয়া আমরা কর্ম্মকাজ ও খেলাধূলা করিতে বল পাই।

(ঘ) ইহাতে চিন্তা ও অধ্যয়ন করিতে শক্তি পাই।

৪।—আল্‌কোহলের দ্বারা কি মাংসপেশী ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি হয়?

না; কারণ আল্‌কোহলে নাইট্রোজেন নাই, নাইট্রোজেন নহিলে ত শরীরের মাংসল অংশ সকল হয় না।

৫।—আল্‌কোহল কি শরীর উষ্ণ রাখে?

না; আল্‌কোহল খাইলে উষ্ণ রক্ত উপরে উঠিয়া পড়ে, তাহাতে তাহা শীতল হইয়া যাওয়াতে শরীরের তাপ পূর্ব্বাপেক্ষাও কমিয়া যায়।

৬।—আল্‌কোহল খাইলে কি কর্ম্মকাজ ও খেলাধূলা ভালরূপে করিতে পারা যায়?

না। আল্‌কোহল খাইলে নূতন বল পাওয়া যায় না, কিন্তু শরীর ও মন উত্তেজিত হওয়াতে লোকে কিছু কাল বেশ পরিশ্রম করিতে পারে; কিন্তু এই পরিশ্রম নূতন শক্তির বশে হয় না, বরং শরীরে যে শক্তি আছে, এই শ্রমে তাহা ক্ষয় হইয়া যায়।

৭।—আল্‌কোহল খাইলে কি মস্তিষ্ক পুষ্ট ও চিন্তা-শক্তির উপকার হয়?

না; ইহাতে মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়,—কখনও ইহাতে মস্তিষ্ককে শক্ত, কখনও বা নরম করিয়া ফেলে।

৮।—আল্‌কোহল যদি খাদ্যও নহে, পানীয়ও নহে, তবে কি ইহা ঔষধ নহে?

কোন কোন ডাক্তারে ইহা ঔষধার্থে ব্যবহার

করিয়া থাকেন ; কিন্তু শুন, লণ্ডন সহরের এক প্রকাণ্ড হাঁসপাতালের কর্ত্তারা আল্‌কোহল আদবেই ব্যবহার করেন না ; অথচ যে সকল হাঁসপাতালে উহার ব্যবহার হয়, সে সকল অপেক্ষা এই হাঁসপাতালে রোগী মরে কম।

৯।—সুরাবিরোধীদিগের কি ঔষধার্থে আল্‌কোহল ব্যবহার করা উচিত?

কখনও উচিত নয়। আর যে ডাক্তারেরা সুরা-বিরোধী, অসুখ হইলে কেবল তাঁহাদিগকে ডাকিবে।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—দুটী ভাত আর এক বোতল আল্‌কোহল।

মাটী, ইট, শুরকি, চুন, কাঠ, বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি গৃহ নির্ম্মাণের যে সকল উপকরণ ছেলেরা সচরাচর দেখিয়া থাকে, এমন কতকগুলির নাম করিতে বল। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা যে সকল গৃহে বাস কর, তাহা কি দিয়া তৈয়ার হইয়াছে। তোমাদের শরীরও গৃহ বিশেষ, তোমাদের

বাসের জন্য ইহা ঈশ্বর দিয়াছেন। ভাল, কি দিয়া শরীররূপ গৃহ তৈয়ার হইয়াছে? ছেলেরা হয় ত বলিবে, হাড়, মাংস, ইত্যাদি। তখন ভাত দেখাইয়া দিয়া বুঝাইয়া দিবে যে, না; অস্থি মাংস দিয়া নহে, আমাদের শরীররূপ গৃহ ভাত, ডাল, দুধ ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী দ্বারা হইয়াছে। তবে খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা কি হয়? আমাদের শরীররূপ গৃহ নির্ম্মাণ হয়। এই কথা যেন সকলে এক সঙ্গে বলে।

হাত, পা স্পর্শ করিয়া দেখ, সে সকল উষ্ণ (গরম) কি ঠাণ্ডা। ছেলেরা বলিবে, উষ্ণ। তবে ত শরীররূপ গৃহে আগুন আছে, আছে বৈ কি? আর উনানে কয়লা বা কাষ্ঠ দিলে যেমন আগুন থাকে, তেমনি খাদ্য রূপ কাষ্ঠ ও কয়লা দ্বারা দেহের মধ্যে আগুন থাকে। বল দেখি, খাদ্য সামগ্রীর দ্বারা আর কি হয়? শরীর উষ্ণ থাকে। সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে এই কথা বলিবে।

এই বার জিজ্ঞাসা করিবে, কাজ করিতে, খেলা করিতে, চিন্তা ও পাঠ অভ্যাস করিতে শক্তি পাইবার জন্য, তোমাদের কিসের দরকার, বল দেখি? মনে করিয়া দিতে হইবে যে, ভাত জল, ডাল, তরকারি ইত্যাদি খাবার জিনিষের দরকার। খাবার জিনিষের দ্বারা মানুষের আর যে দুইটী বিষয় হয়, তাহা ছেলেরা বুঝিতে পারিয়াছে, এক্ষণে সকলে

বলুক "খাবার জিনিষের দ্বারা আমরা কর্ম্মকাজ ও খেলাধূলা করিতে শক্তি পাই।" "খাবার জিনিষের দ্বারা আমরা চিন্তা ও পড়াশুনা করিতে শক্তি পাই।" খাবার জিনিষের দ্বারা যে চারিটী বিষয় হয়, তাহা সকলে বলিয়া যাউক। এক্ষণে আল্‌কোহলের বোতল দেখাইয়া বলিবে, "যদি আল্‌-কোহলে আমাদের শরীর পুষ্ট হইত, যদি ইহাতে শরীর উষ্ণ রাখিত, যদি খেলাধূলা করিতে ইহাদ্বারা আমরা শক্তি পাইতাম, যদি ইহাদ্বারা আমরা চিন্তা ও পড়াশুনার বিষয়ে উপকার পাইতাম, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম যে, ভাতের ন্যায় আল্‌কোহলও আমাদের খাদ্য সামগ্রী। এই সকল বিষয়ে আল্‌কোহলের দ্বারা যখন উপকার দর্শে না, তখন বলিতেই হইবে, উহা কোন মতেই খাদ্য নহে।

আল্‌কোহলের দ্বারা কি আমাদের শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে?

না। উহাতে এমন কিছু নাই, যে মাংস ও শরীরের অন্যান্য অংশ তৈয়ার হইতে পারে।

খাদ্য সামগ্রীর ন্যায় কি আল্‌কোহলের দ্বারা আমাদের শরীর উষ্ণ থাকে?

না। আল্‌কোহল পেটে পড়িলে খানিক ক্ষণ কেবল শরীর খুব গরম থাকে, কিন্তু শেষে আগেকার অপেক্ষাও ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

আল্‌কোহলের দ্বারা কি কর্ম্মকাজ ও খেলাধুলা করার বিষয়ে আমাদের উপকার হয় ?

মিনিট কত বোধ হয় যেন শরীরে বল একটু বেশি হইল। কিন্তু শেষে আগেকার অপেক্ষাও শরীর ক্লান্ত ও দুর্ব্বল বোধ হয়।

আল্‌কোহলের দ্বারা কি চিন্তা ও পাঠ অভ্যাস করার বিষয়ে উপকার হয় ?

না, কিছু না। আল্‌কোহল পেটে পড়িলে মাথা ঘুরিতে থাকে, কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারা যায় না।

এখন বল দেখি, আল্‌কোহল কি খাদ্য ?

সকলেই বলিবে, "না।"

ছেলেদিগকে বলিয়া দিবে যে, কোন কোন ডাক্তার আল্‌কোহল সচরাচর ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইবার জিজ্ঞাসা করিবে, যে জিনিষে শরীরের পুষ্টি বিষয়ে সাহায্য হয় না, যে জিনিষ শরীর ঠাণ্ডা করিয়া ফেলে, যে জিনিষ পেটে পড়িলে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এমন জিনিষ কি ভাল ঔষধ বলিয়া বোধ হয় ?

খাদ্য সামগ্রী পেটে পড়িলে হজম হইয়া যায়, আল্‌কোহল হজম হয় না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, আর অসাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়, কিন্তু আল্‌কোহল পেটে পড়িলে শরীরের তাপ কমিয়া যায়।
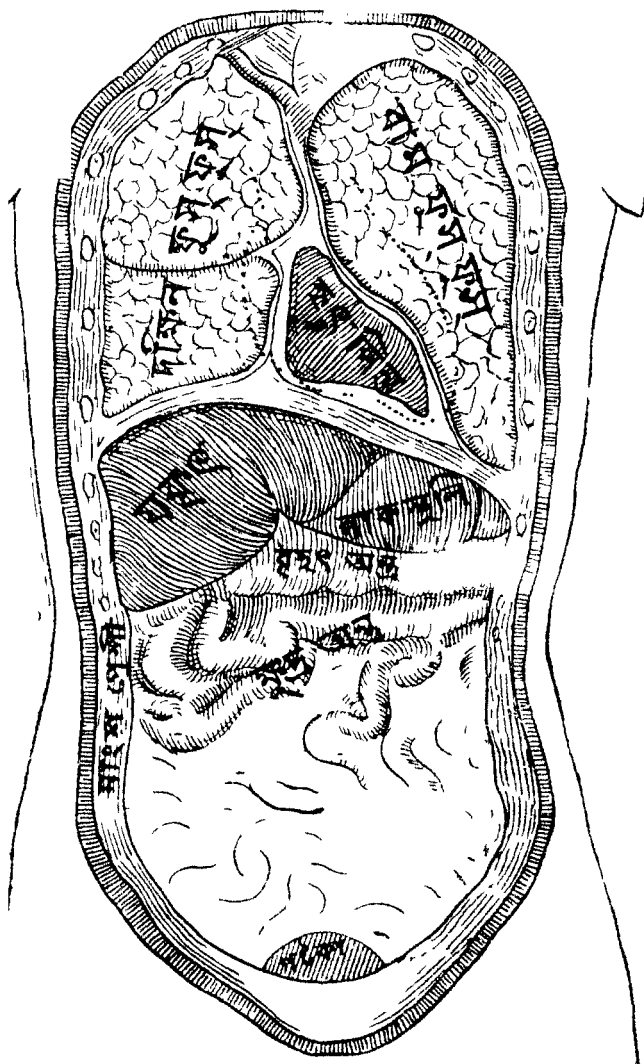
খাদ্য সামগ্রীতে শরীরের পুষ্টি হয়, আল্‌কোহলে শরীর দিন দিন দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। খাদ্য সামগ্রীতে রক্ত জন্মায়, আল্‌কোহল রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া রক্তকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

---

৫ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—আল্‌কোহল ও জীর্ণকারক যন্ত্র।

বচন-রত্ন।—"অনুগ্রহ করিয়া আপনকার দাসদের পরীক্ষা করুন; ভোজনপান করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে আনাজ ও জল দিতে আজ্ঞা হউক।" দানি ১; ১২।

চিন্তারত্ন।—খাদ্যই শক্তি।

১।—মানুষের শরীরের পরিপাক যন্ত্র কোন্ গুলি?

লালাগ্রন্থি, পাকাশয়, (পেট) যকৃৎ, লালাশয়, এবং অন্ত্র।

২।—লালাগ্রন্থি সকলের কাজ কি?

মুখের দুই ধারে, ও জিহ্বার নীচে লালাগ্রন্থি কতকগুলি আছে। সুতরাং কোন জিনিষ মুখে দিয়া চিবাইতে আরম্ভ করিলে মাড়ি নাড়িতে গেলেই লালাগ্রন্থির রস বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে মুখের

জিনিষ ভিজিয়া উঠাতে, পাকাশয়ে পরিপাক হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। খাদ্য জিনিষ যত চিবাইবে, তত জীর্ণ হইবে, ও তাহাতে তত গুণ দেখিবে।

৩।—আমাদের পাকাশয় কি রকম, বল দেখি?

আমাদের পাকাশয় পেটের মধ্যকার একটা থলিয়া, তাহার ভিতরে গোলাপী মকমলের মত পরদা আছে, তাহাকে ঝিল্লি বলে। আন্দাজ সের দেড়েক জিনিষ ধরে। পাকাশয় হইতে এক প্রকার (Gastric) রস বাহির হয়, তাহার সঙ্গে মিশিয়া খাবার জিনিষ মাড়পানা হইয়া যায়।

৪।—লালাশয় কি প্রকার?

লালাশয় এক প্রকার গ্রন্থি, হাতের তলার মত বড়; পাকাশয়ের পিছন দিকে থাকে, তাহা হইতে রস বাহির হইয়া খাবার জিনিষের তৈলভাগকে গলাইয়া ফেলে।

৫।—যকৃৎ কি, বল দেখি?

যকৃতের মত বড় গ্রন্থি দেহের মধ্যে আর একটীও নাই, ওজনে সের দুই হইবে, ইহা শরীরের ডান

দিকে থাকে। ইহা হইতে পিত্ত নামক আর এক প্রকার রস বাহির হয়, পরিপাক কার্য্যে এ রসেরও আবশ্যক।

৬।—স্বাস্থ্যকর দ্রব্য এক পেট খাইলে হজম হইতে কত ক্ষণ লাগে?

দুই হইতে চারি ঘণ্টা লাগে।

৭।—আল্‌কোহলের দ্বারা কি পরিপাক কার্য্যের সাহায্য হয়?

না; আল্‌কোহল পেটে পড়িলে Gastric রসের বল নষ্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং খাদ্য জিনিষ হজম হইতে বিলম্ব হয়।

৮।—আল্‌কোহলের দ্বারা পরিপাক কার্য্যের কত বিলম্ব হয়, তাহা কি বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়?

যায় বৈ কি? এক জন ইংরাজ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি এক বার খানিকটা মাংস খুব সরু সরু করিয়া আল্‌কোহল যুক্ত কোন পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে খাইয়াছিলেন, তাহা জীর্ণ হইতে দশ ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

৯।—আল্‌কোহল পেটে পড়িলে পাকাশয়ের কি হয়?

একটু একটু করিয়া রোজ রোজ খাইলে উহার গোলাপী পরদা ফুলিয়া উঠে। আর দেখ, পাকাশয়ে কোন প্রকার অসুখ না থাকিলে শিরা (Blood vessels) গুলি চক্ষে পড়ে না; কিন্তু আল্‌কোহল রোজ রোজ খাইলে সে গুলি এত বড় ও রক্তে এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে, চামড়ার উপরে দেখা দেয় (মাতালের মুখে লাল দাগ যেমন থাকে)। যাহারা অত্যন্ত মদ খায়, তাহাদের পাকাশয় বড় ফুলিয়া যায়, এবং পাকাশয়ের গায়ে ঘা জন্মিয়া থাকে।

১০।—আল্‌কোহলযুক্ত পানীয় খাইলে যকৃতের কি হয়, বল দেখি?

কাহারও কাহারও যকৃৎ ফুলিয়া দ্বিগুণ বড় হইয়া উঠে; কাহার কাহারও যকৃৎ কুঁকড়িয়া শক্ত হইয়া যায়; কাহারও বা যকৃতে চরবি জমিয়া যাওয়াতে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

১১।—আল্‌কোহলে কি পীড়ার নিবারণ হয়?

না। সকল দেশেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে,

যাহারা আদবে মদ প্রভৃতি নেশার জিনিষ খায় না, তাহারা নেশাখোরদের অপেক্ষা বেশি দিন বাঁচে, এবং সংক্রামক ও অন্যান্য রোগে নেশাখোরদের অপেক্ষা তাহারা কম আক্রান্ত হয়।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—কালো বোর্ড, খড়িমাটী; দেড় সের জল ধরে, এমন তিনটা গ্লাস বা ছোট ভাঁড়; আর এক শিশি আল্‌কোহল।

একটী ছেলেকে সম্মুখে ডাকিয়া, অন্য ছেলেদিগকে বলিবে যে, ইহার শরীরটী কামার বা ছুতারের কারখানা স্বরূপ। জিজ্ঞাসা কর, এই কারখানায় কি কি কাজ হইতেছে, দেখিতে ইচ্ছা হয় না কি? বলিয়া দেও যে, তাহাদেরও এক এক জনের শরীর এক একটী কারখানা বিশেষ। জিজ্ঞাসা কর যে, এই শরীরের মধ্যে কি প্রকার কাজ হইতেছে, তাহা জানে কি না।

হয় ত কোন কোন ছেলে বলিতে পারিবে যে, ভাত, ডাল, তরকারি ইত্যাদি যে সকল জিনিষ আমরা খাই, তাহা রক্ত, অস্থি ও মাংস ইত্যাদিতে পরিণত হয়। এই বার বোর্ডেতে নিম্ন আকারের একটী ঘর আঁক।

এক্ষণে বালকদিগকে বলিবে যে, তোমাদের দেহরূপ কারখানা ঘর এই ঘরের মত দুইটী ভাগে বিভক্ত; নীচেকার ঘরে যে তিন জন কারিকর কাজ করে, তাহাদের বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। পাকাশয়রূপ কারিকর, হাতে যত বেশী কাজ পড়ে, তত বড় হইতে পারে। এই যে হাঁড়িটী দেখিতেছ, পাকাশয় এইটার মত আপনাকে বড় করিতে পারে। আবার হাতে কাজ না থাকিলে একটা আঙ্গুলের মত ছোট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু পাকাশয় যখন এত ছোট হয়, তখন মানুষটা না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। শরীরের অন্যান্য অংশের মত পাকাশয় মাংস ও চর্ম্মময়, কিন্তু ইহাতে হাড় নাই। ইহার ভিতরের গায়ে গোলাপী পরদা আছে, আমরা যাহা কিছু খাই, পাকাশয়ে তাহা মাড়পানা হইয়া যায়।

এই বার আর এক কারিকরের বিষয় বুঝাইয়া দেও, ইহার নাম অন্ত্র। অন্ত্র বড় লম্বা, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শরীরটী যত লম্বা, অন্ত্র তাহার সাত গুণ লম্বা; ঠিক যেন একটা লম্বা কৃমি। ইহা নীচেকার তালায় সকলের নীচে থাকে। পাকাশয়রূপ কারিকরের হাত হইতে মাড়পানা খাদ্য লইয়া অন্ত্র সেগুলি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া, যে সকল অংশে ভাল রক্ত

জন্মে, সে সকল অংশ আপনার পকেটে পুরে, অর্থাৎ ইহাতে যে ছোট ছোট গর্ত্ত আছে, তাহাতে রাখে।

এক্ষণে যকৃৎরূপ কারিকরের বিবরণ বল। কুচা কাচা কুড়ান ইহার কাজ। রক্তের মধ্যে যাহা কিছু ফেলিয়া দিবার যোগ্য, তাহা কুড়াইয়া লয়। যকৃৎ কেবল কুচা কুড়ায় না, সেগুলিকে গলাইয়া ফেলে, তাহা নহিলে দেহ মরিয়া যায়।

পেট ভরিয়া খাওয়া হইলে, এই তিন জন কারিকর অন্য সকল কারিকরের (ইহাদের নাম করা হইল না) সাহায্যে, উদরস্থ খাদ্যকে দুই হইতে চারি ঘন্টার মধ্যে রক্তে পরিণত করে।

আল্‌কোহলের শিশি দেখাইয়া ছেলেদিগকে বলিবে যে, পাকাশয় (পেট), অন্ত্র ও যকৃৎ, এই তিন কারিকরকে যদি আহার বা জলের সঙ্গে আল্‌কোহল দেওয়া যায়, কারখানার বড় দুর্দ্দশা হয়; পাকাশয় মাড় করিতে ক্ষান্ত হয়, তাহাতে উদরস্থ জিনিষ টকিয়া নষ্ট হইয়া যায়; তা ছাড়া তাহার গোলাপী পরদা ফুলিয়া বেদনাযুক্ত হয়; যকৃৎ আর কুচা কাচা কুড়ায় না, বসিয়া থাকিয়া এমন শুকাইয়া যায়, ও কখনও কখনও বা এমন মোটা হইয়া পড়ে যে, কারখানার কোন কাজই ইহার দ্বারা হয় না, সমস্ত শরীরে অসুখ বোধ হয়। খবরদার, এই শরীররূপ কারখানার তিন জন কারিকরকে কোন প্রকারে আল্‌কোহল দিও না।

---

৬ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—আল্‌কোহল ও রক্ত।

বচন-রত্ন।—“কেবল রক্তভোজন হইতে অতি সাবধান থাকিও, কেননা রক্তই প্রাণ; তুমি মাংসের সহিত প্রাণ ভোজন করিবে না।” দ্বিঃ বিঃ ১২; ২৩।

১।—এক মুষ্টি ভাত খাইলে তাহা কেমন করিয়া মনুষ্য-শরীরের রক্তে গিয়া পঁহুছায়।

দাঁতের দ্বারা চিবাইতে চিবাইতে লালের সঙ্গে মিশাইয়া যায়, পাকাশয়ের দ্বারা মাড়পানা হয়, লালাশয়ের ও পাকাশয়স্থ (Gastric) রসের দ্বারা গলিয়া গিয়া শোষকের দ্বারা রক্তে নীত হয়।

২।—আল্‌কোহল পেটে পড়িলে তাহা কেমন করিয়া রক্তে গিয়া পঁহুছে?

সেই একই পথে যায়, তবে কি না, খাদ্যের মত পরিবর্ত্তন হইয়া যায় না; কিন্তু যে অবস্থায় মুখে দেওয়া যায়, ঠিক সেই অবস্থায়ই গিয়া শিরাতে প্রবেশ করে।

৩।—রক্ত কি প্রকার, বল দেখি।

রক্ত বর্ণহীন তরল পদার্থ, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিপূর্ণ; সেগুলি কতক লাল, কতক শাদা; এত ছোট ছোট যে, একশটা জড় করিলেও একটা সর্ষের সমান হইবে না। আমাদের রক্তের মধ্যে সদাই এইগুলি মরিয়া যাইতেছে, আর জন্মিতেছে। প্রতি নিশ্বাসে এই প্রকার দুই কোটী কণা মরিতেছে ও জন্মিতেছে। লাল বর্ণের কণাগুলি রক্তের বায়ুকোশ, এইগুলিতে রক্তকে পরিষ্কার রাখে।

৪।—আল্‌কোহলে রক্তের কি হয়?

আল্‌কোহল জল বড় টানে, খানিকটা পেটে পড়িলে, লাল বর্ণের কণাগুলি হইতে জল শুষিয়া লয়, তাহাতে সেগুলি কুচ্‌কিয়া শক্ত হইয়া যায়, সুতরাং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আবার কণাগুলিকে এক এক জায়গায় জড় করিয়া রাখে, তাহাতে রক্ত চলাচলের সরু পথ বন্ধ হইয়া যায়। আল্‌কোহলকে রক্তনাশক বিষ বলে।

৫।—ইহাতে শিরার কি হয়?

ছোট ছোট শিরাগুলি চর্ম্মের খুব কাছে, এবং

এমন সরু যে, এক বারে একটী বৈ কণা তাহা দিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। শিরাগুলি আবার আবশ্যক মত বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত হইতে পারে, তাহাতে রক্তের সহজে চলাচল হইয়া থাকে। আল্‌কোহল এইরূপ বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত হওয়ার গুণ নষ্ট করে, সুতরাং রক্ত আট্‌কিয়া থাকে, ভালরূপে চলাচল হইতে পারে না। এই জন্যেই ত মাতালের নাক মুখ চক্ষু লাল বর্ণ।

৬।—আল্‌কোহল রক্তে থাকিলে কি আর কোন প্রকার অনিষ্ট হয়?

হয় বৈ কি? আল্‌কোহল যেখানে যায়, সেই-খানেই শিরার উপরি ভাগকে যাতনাযুক্ত ও অবশ করিয়া ফেলে, সুতরাং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মত কাজ তাহাদের দ্বারা হয় না।

৭।—আল্‌কোহলে কি তৃষ্ণা নিবারণ হয়?

না। আল্‌কোহলে রক্ত হইতে এত জল টানিয়া লয় যে, যে খায়, সদাই তাহার তৃষ্ণা থাকে, কাজেই বার বার মদ খায়!

৮।—রক্তের কার্য্য কি?

শরীর পোষণ করা ও উষ্ণ রাখা।

৯। আল্‌কোহল খাইলে কি এ বিষয়ে উপকার হয়?

আল্‌কোহলে কখনও রক্ত জন্মে না। কাজেই খাদ্য যোগায় না, আর উষ্ণতা না দিয়া, বরং শরীরে যে টুকু উষ্ণতা থাকে, তাহা নষ্ট করে।

১০।—তবে কোন কোন লোক মদ খাইয়া এত মোটা হয় কেমন করিয়া?

শরীরের যে সকল দুষিত পদার্থ নিয়ত বাহির হইয়া যাওয়া আবশ্যক, আল্‌কোহলে সেগুলি আট্‌কিয়া রাখে, তাহাতে করিয়া শরীরে এক প্রকার চরবি জন্মিয়া যায়, তাহা কিন্তু ভাল নহে।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—এক শিশি আল্‌কোহল, এবং মনুষ্য-দেহের একটী ছবি, যাহাতে শিরা, ধমনী ইত্যাদির বন্দোবস্ত বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; আর মানুষের পাকাশয়ের এক ছবি।

প্রথমে মিনিট কতক, চোর কেমন করিয়া তাহাদের কি কি চুরি করে, এই বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিবে। পরে আল্‌কোহলের শিশি দেখাইয়া বলিবে, এই দেখ, শিশির ভিতর চোর। মানুষের শরীররূপ গৃহে এই চোর প্রবেশ করে। সে ঢোকে মুখরূপ দ্বার দিয়া, সুরাপান-নিবারণী সভার চাবি (প্রতিজ্ঞা-পত্র) দ্বারা বন্ধ না থাকিলে মুখরূপ দ্বার খুলিতে কোন কষ্ট নাই। এক বার ঢুকিলে সে বাড়ীর অন্দর বাহির সমস্ত খুঁজিয়া চুরি করিতে থাকে। সে লালা চুরি করিয়া মানুষকে তৃষ্ণাতুর করে। শেষে ভাণ্ডার ঘরে (পাকাশয়ে) ঢোকে। এইখানে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী কিছু কাল জমা থাকে। এই আল্‌কোহল চোর এই সকল জিনিষের কোন কিছু আত্মসাৎ করে না, কিন্তু শক্ত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। পরে সে ভাণ্ডার ঘর হইতে বাহির হইয়া সমস্ত ছোট ছোট নদী অর্থাৎ রক্তাশয় দিয়া চলিয়া যায় (এই নদী সকল ছবিতে দেখাইবে); এবং রক্তের মধ্যে যে ছোট ছোট কণা থাকে, সেগুলি হইতে জল শুষিয়া লয়, কণাগুলি খালি হইলে এক স্থানে জড় হয়, কখনও তাহাতে নদী বন্ধ হইয়া যায়, পীড়া জন্মে, নাক মুখ বিশ্রী লাল হইয়া উঠে—মাতালদের যেমন হয়।

আল্‌কোহল চোরের বিষয়ে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া

গিয়াছে, কোন কোন ছেলে তাহার কোন কোনটী বলিয়া যাউক। পরে দুইটী বিষয় বিলক্ষণ বুঝাইয়া দেওয়া— আল্‌কোহল মুখ ও গলা হইতে জল চুরি করে, তাহাতে পিপাসা হয়। আল্‌কোহল রক্ত হইতে জল চুরি করে, তাহাতে পীড়া হয়।

আল্‌কোহল চোর শরীরের উষ্ণতা চুরি করাতে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। আবার যে ছোট ছোট নল দিয়া রক্তের চলাচল হয়, তাহাতে ঘা ও বেদনা জন্মায়, সুতরাং তাহা দিয়া রক্ত সচ্ছন্দে চলিতে পায় না।

---

৭ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—আলকোহল ও হৃৎপিণ্ড।

বচন-রত্ন।—"উপদেশ ধরিয়া রাখিও, ছাড়িয়া দিও না; তাহা রক্ষা কর, কেননা তাহা তোমার জীবন।" হিতো ৪৷১৩।

চিন্তারত্ন।—রক্ষকবিহীন হৃদয় ঠিক যেন মাহুতবিহীন হাতী।

১।—শরীরের মধ্যে হৃৎপিণ্ড কি করিয়া থাকে?

হৃৎপিণ্ড শরীরের মধ্যে একটা কল বিশেষ; তাহার দ্বারা শরীরময় রক্তের চলাচল হইয়া থাকে।

২।— আমাদের শিরাতে রক্ত কত শীঘ্র চলা উচিত ?

প্রতি ২৩ সেকেণ্ডে, এক বার, বা মিনিটে প্রায় তিন বার রক্তের দেহটা ঘুরিয়া আসা উচিত।

৩।—এ কার্য্যে হৃৎপিণ্ডের কয় বার ধুক ধুকানির আবশ্যক ?

প্রতি দিন এক লক্ষ বার ধুক্ ধুকানির আবশ্যক।

৪।—যদি হৃৎপিণ্ড ইহা অপেক্ষা আরও শীঘ্র চলে, তাহা হইলে কি হয় ?

তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডকে বেশী খাটান হয়, তাহাতে অতি শীঘ্র উহা ক্ষয় পাইয়া যায়।

৫।—স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয় কি হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত শ্রম করায় ?

না: স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয় গুণে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্য্য চলিতে থাকে।

৬।— আল্‌কোহলে হৃৎপিণ্ডের কি হয় ?

এক ছটাক আল্‌কোহল খাইলে হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুকানি দিনে ৬০০০ বার বাড়িয়া যায়।

৭।—পরিমিত পায়ীর (যাহারা নিয়মিত রূপে অল্প অল্প করিয়া মদ খায়) পক্ষে কি এক ছটাক বড় বেশী ?

না; যে ব্যক্তি প্রতি দিন পরিমিত রূপে পান

করে, রোজ তাহার এক ছটাক আল্‌কোহলের কম খাওয়া হয় না।

৮।—আল্‌কোহল খাইলে হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুকানি কেমন করিয়া নিতান্ত বাড়ে?

আল্‌কোহলে হৃৎপিণ্ডকেই যে এক বারে চালায়, তাহা নহে, কিন্তু স্নায়ু সকল অবশ করিয়া ফেলে, আর স্নায়ু দ্বারাই ত হৃৎপিণ্ডের গতি নিরূপণ হয়।

৯।—ইহাতে হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত কাজ কতটা হয়, বলিতে পার?

ইহাতে যে অতিরিক্ত শ্রম হয়, তাহা এক পোয়া ওজনের জিনিষটাকে প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০ বার তোলার সমান।

১০।—হৃৎপিণ্ড কি এই ভার সহিতে পারে?

না। ইহাতে করিয়া হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শিরা দিয়া রক্ত রীতিমত চালাইতে পারে না।

১১।—আল্‌কোহলে হৃৎপিণ্ডের আর কিছু হয় কি?

হয় বৈ কি? আল্‌কোহলযুক্ত রক্তের দ্বারা, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী ইত্যাদি বিকৃত হইয়া যায়

তাহাতে স্বাভাবিক ও নিরোগ আঁসের স্থলে অস্বাস্থ্য-কর চরবি জমিয়া যায়, এইরূপেও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়া যায়।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—খড়িমাটী ও কালো বোর্ড, একটা ছোট ঘড়ি, আর এক ছটাক আল্‌কোহলের একটা শিশি।

বোর্ডেতে দুই ফুট বেড় ঘড়ির ডায়েল আঁক, কাঁটা আঁকিও না। ছেলেরা মুখে ঘড়ির কাঁটার মত টক্ টক শব্দ করুক। দুইটী বড় বড় কাঁটা যে আঁকা হয় নাই, তাহা বলিয়া দেও। এই বার মিনিটের কাঁটা দেখাইয়া বলিবে যে, এইটী এক মিনিটে ক্ষুদ্র চক্রটী ঘুরিয়া আইসে। এক দুই করিয়া সেকেণ্ডের ডায়েলে ছোট ছোট দাগগুলি ছেলেদের সঙ্গে ৬০ পর্য্যন্ত গণিয়া যাও।

ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেও যে, চাকাগুলি ঘোরে বলিয়া ঘড়িতে টক্ টক্ শব্দ হয়; তেমনি রক্ত বহিয়া যাওয়াতে হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ শব্দ হয়। শিক্ষক বাম হাত মুটো করিয়া ছেলেদিগকেও তাই করিতে বলিবেন। তখন কহিবে যে, তোমাদের হৃৎপিণ্ড এক এক জনের মুষ্টি করা হাতের সমান। তোমাদের ছোট ছোট হৃৎপিণ্ডগুলি সমস্ত দিন ও সমস্ত

রাত্রি কেবল হৃদয়স্থ রক্ত তোলে, এক এক দিনে এক এক হৃৎপিণ্ড এত রক্ত তোলে যে, ওজন করিলে ৬০ থলিয়া ধানের সমান হইবে।

এক্ষণে শিক্ষক একটী ছোট ঘড়ি হাতে করিয়া বলিবেন যে, কেমন করিয়া ঘড়ি শীঘ্র শীঘ্র চালাইতে হয়, তাহা ঘড়ি-ওয়ালা জানে। হৃৎপিণ্ডকেও আরও দ্রুত চালান যাইতে পারে। আচ্ছা, এমন ছোট হৃৎপিণ্ডকে শীঘ্র শীঘ্র চালাইয়া বেশী খাটাইলে কি ভাল হইবে? না। কেন? কারণ তাহা করিলে হৃৎপিণ্ড ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। এই বার বুঝাইয়া দেও যে, হৃৎপিণ্ডকে শীঘ্র শীঘ্র চালাইয়া বেশী খাটাইলে ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে মানুষ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতে পায় না।

এক ছটাক আল্‌কোহলের শিশি দেখাইয়া বল, এই টুকু আল্‌কোহল উদরে প্রবেশ করিলে হৃৎপিণ্ড ৬০০০ অতিরিক্ত বার ধক্ ধক্ করিবে।

লণ্ডন সহরে ডাঃ রিচার্ডসন অতি বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি এক জন লোককে এই বিষয় বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়া-ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া তাহাকে কহিলেন, আমার হাতের নাড়ী ধরিয়া গণ ত মিনিটে কয় বার চলে। সে তাঁহার হাত ধরিয়া রহিল। ডাক্তার সাহেব এক মিনিট পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কয় বার চলিয়াছে? সে কহিল, ৭৪ বার।

অনন্তর ডাক্তার সাহেব একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন। লোকটা হাত ধরিয়াই রহিল। পরে গণিয়া বলিল, এখন ৭০ বার। পরে ডাক্তার সাহেব কৌচের উপরে শুইয়া পড়িলেন। লোকটা নাড়ী ধরিয়া বলিল, এখন কেবল ৬৪ বার। এ কি আশ্চর্য্য !

ডাঃ রিচার্ডসন বলিলেন, যখন তুমি শুইয়া থাক, সেই সময়ে, ঈশ্বর তোমার হৃৎপিণ্ডকে এইরূপে বিশ্রাম দেন। তুমি কিছুই টের পাও না, কিন্তু তোমার হৃৎপিণ্ড ঐ পরিমাণে বিশ্রাম করিয়া থাকে। যদি গণিয়া দেখ, তবে বুঝিতে পারিবে যে, বিস্তর বিশ্রাম হয়, কারণ শুইয়া থাকাতে হৃদয়যন্ত্র মিনিটে ১০ বার কম চলে। এই ১০ কে ৬০ দিয়া গুণ করিলে ৬০০ হয়; ৮ ঘন্টা কাল তুমি বিছানায় থাক, তবে ৬০০ শতকে ৮ দিয়া গুণ কর, ৪৮০০ হাজার হইবে। অতএব তোমার হৃদয়-যন্ত্র রাত্রি কালে প্রায় ৫০০০ বার কম চলে। প্রত্যেক বারে হৃৎপিণ্ড ৩ ছটাক করিয়া রক্ত উঠাইয়া থাকে, সুতরাং ১৫০০০ হাজার ছটাক, বা প্রায় ৯৩৮ মণ রক্ত রাত্রে কম উঠে।

যখন আল্‌কোহল না খাইয়া রাত্রে শয়ন করি, তখন আমার হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম পায়। কিন্তু তুমি যদি আল্‌কোহল-যুক্ত মদ খাইয়া শয়ন কর, তখন হৃৎপিণ্ডকে সে প্রকার

বিশ্রাম দেওয়া হয় না। কারণ আল্‌কোহলের প্রভাবে হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন চলে, সুতরাং সকাল বেলা তোমার গা ম্যাটী ম্যাটী করে, কাজে হাত দিতে মন যায় না।

---

৮ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—আল্‌কোহল ও মস্তিষ্ক।

বচন-রত্ন।—"কিন্তু যাহাদের হৃদয় আপনাদের, ঘৃণার্হ বস্তু সকলের ও বীভৎস পদার্থ সকলের হৃদয়ের অনুগমন করে, তাহাদের কার্য্যের ফল আমি তাহাদের মস্তকে দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।" যিহি ১১; ২১।

১।—কি দিয়া মস্তিষ্ক হইয়াছে?

ইহাতে শাদা শাদা এক তাল আঁস বা সূত্র আছে, সেগুলি ছোট ছোট গর্ত্তে পরিপূর্ণ। সেই গর্ত্ত ধূসর বর্ণ পদার্থে ভরা। মস্তিষ্কের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ জল, অবশিষ্ট এক ভাগ লালাপানা শাদা চর্ব্বি ও অন্যান্য পদার্থ।

২।—ইহার আকার কিরূপ ?

ইহার আকার ডিম্বের মত, মাথার খুলিতে আঁটা ; গড়ে মস্তিষ্কের ওজন ২৬ ছটাক।

৩।—ইহা কিরূপে বিভক্ত ?

দুই ভাগে বিভক্ত ; উপরকার ভাগকে ইংরেজিতে Cerebrum বলে, আর সাত ভাগের আট ভাগ লইয়া এই অংশটী। নীচেকার অংশকে Cerebellum বলে, এ অংশ মস্তকের পশ্চাদ্দিকে আছে।

৪।—মস্তিষ্কের কার্য্য কি কি ?

এই যন্ত্র দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, চিন্তা করি, এবং কেমন করিয়া কোন্ কাজটী করিতে হইবে, সে বিষয়ে কল্পনা করি।

৫।—শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, বল দেখি ?

মস্তিষ্ক শরীররূপ কারখানার আফিস—শরীরের যেখানে যাহা ঘটে, সে সংবাদ মস্তিষ্কে আইসে, এবং কি করিতে হইবে, না হইবে, সে বিষয়ের হুকুম মস্তিষ্করূপ আফিস হইতে যায়।

৬।—কি রূপে মস্তিষ্কের পোষণ হয়, এবং কি রূপে মস্তিষ্ক সুস্থ অবস্থায় থাকে?

স্বাস্থ্যকর জিনিষ খাইলে এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে ভাল রক্ত জন্মে ও তাহা মস্তিষ্কে নীত হয়। সুনিদ্রা ও যথেষ্ট দিবালোকেরও প্রয়োজন।

৭।—আল্‌কোহলের দ্বারা কি মস্তিষ্কের পুষ্টি হয়?

আল্‌কোহল নিজে খাদ্য দ্রব্য নহে; সুতরাং উহার দ্বারা মস্তিষ্কের পুষ্টি হয় না। যে রক্তে আল্‌-কোহল প্রবেশ করে, তাহার অক্সিজনের জীবন-দায়ী গুণ আর থাকে না; তাহাতে কারবনিক এসিড ভরিয়া যায়, তাহা মনুষ্যদেহের উপাদান (Tissue) নষ্ট করিয়া ফেলে।

৮।—আল্‌কোহল খাইলে মস্তিষ্কের কি অনিষ্ট হয়?

(১) আল্‌কোহল স্বভাবতঃই জল টানিয়া লয়, সুতরাং মস্তিষ্কে যতটা জল থাকা আবশ্যক, ততটা থাকে না; তাহাতে করিয়া মস্তিষ্কের উপাদান সকল (Tissues) শক্ত বা বিকৃত করিয়া ফেলে।

(২) ইহাতে রক্তাশয় (Blood vessels) এমন দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে, সেগুলি প্রায়ই কাটিয়া যায়।

(৩) ইহাতে মস্তিষ্কের মূল পদার্থ বিকৃত করিয়া ফেলে।

৯।—কতটা আল্‌কোহল খাইলে এই সকল অনিষ্ট ঘটিতে পারে?

আল্‌কোহলযুক্ত জিনিষ, অর্থাৎ মদ প্রতিদিন একটু একটু করিয়া খাইলে এ সকলই ঘটিতে থাকে।

১০।—মানুষকে কি অবস্থায় মাতাল বলা যাইতে পারে?

যখন তাহার মাথায় এত আল্‌কোহল প্রবেশ করে যে, মস্তিষ্ক অসাড় ও অবশ হইয়া পড়ে।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—কালো বোর্ড, খড়িমাটী, এবং মস্তিষ্কের ও সমগ্র স্নায়ব প্রণালির ছবি, আর এক শিশি আল্‌কোহল।

একটা কারখানার ছবি লিখ। লিখিয়া, কাগজ দিয়া ঢাকিয়া রাখ, নহিলে শেষে ছেলেদের মনে ধরিবে না।

এক্ষণে বলিবে যে, প্রত্যেক কারখানার কর্ত্তার বসিবার জন্য স্বতন্ত্র এক একটী ছোট কুঠরী আছে। যদি পার, ছবিতে তাহা আঁকিয়া দেখাইয়া দেও। ঐ কুঠরীর নাম রাখ

"আফিস"। বুঝাইয়া দেও যে, এই কুঠরী হইতে কাজ কর্ম্মের বিষয়ে কারিকরেরা হুকুম পায়। মধ্যে মধ্যে লোকেরা কর্ত্তার কাছে আইসে, এবং কে কিরূপ কাজ করিতেছে, কেমন করিয়া কাজ চলিতেছে, তাহা কর্ত্তাকে জানায়।

মনে করিয়া দেও যে, আর এক পাঠে তাহাদের দেহকে কারখানা বলা হইয়াছে। কি কি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, সংক্ষেপে বলিয়া যাও — অস্থি, মাংস, রক্ত ইত্যাদি শরীরের কারখানায় তৈয়ার হইয়া থাকে; ইহাতে দুইটী কুঠরী আছে। একটী উপরে, একটী নীচে; পাকাশয়, যকৃৎ, ও অন্ত্র সকল নীচেকার ঘরের তিন কারিকর।

তখন শিক্ষক বলিবেন, "আমাদের প্রত্যেক জনের কারখানায় ছোট এক একটী আফিস ও এক এক জন কর্ত্তা আছে—বড় বড় কারখানায় যেমন থাকে। যে যার শরীরের আফিসে (মাথায়) হাত রাখ। আর সকলে মিলিয়া বল, ইহাই আমার কারখানার আফিস।"

জিজ্ঞাসা কর, "কর্ত্তা কে?" অনন্তর মস্তিষ্কের ছবি দেখাইয়া বলিবে, "মস্তিষ্কই কর্ত্তা।"

বলিয়া দেও যে, কারখানার কর্ত্তা নিজ আফিসেই থাকে। বড় বড় কারখানার কর্ত্তা এদিক ওদিক গিয়া, কারিকরেরা কিরূপ কর্ম্ম করিতেছে, তাহার তদারক করিতে পারেন না।

কিন্তু শরীর দিয়া টেলিগ্রাফের তারের মত বা সরু সরু সূত্র গিয়াছে, সেই সূত্রের উপর তাহার নির্ভর (সেগুলিকে স্নায়ু বলে)। এই তার বা স্নায়ু যোগে হুকুম পাঠান যাইতে পারে, সংবাদ পাওয়া যাইতেও পারে। ফলে দুই গাছি তার আছে, এক গাছি মস্তিষ্করূপ কর্ত্তার নিকট হইতে হুকুম লইয়া হস্ত, পদ ইত্যাদি কারিকরদিগের কাছে যায়; আর কারখানায় কি হইতেছে, না হইতেছে, সেই সকল সংবাদ অপর তার-গাছি মস্তিষ্ককে জানায়।

কখনও কখনও কোন বড় কারখানার কর্ত্তা পীড়িত হন, কোন কাজ করিতে পারেন না। আল্‌কোহলের শিশি দেখাইয়া বলিবে যে, এই জিনিষ খাইলে মস্তিষ্করূপ কর্ত্তার পীড়া হয়, সুতরাং সে আর গতিশীলা স্নায়ু (motor nerves) দ্বারা কারিকরদিগের কাছে হুকুম পাঠাইতে পারে না। কাজেই অনেক কারিকরে কাজে ভুল করিয়া ফেলে। এই কারণেই মানুষ মাতাল হইলে টলিতে টলিতে যায়; কিরূপে চলিতে হইবে, সে বিষয়ে তাহার পা মস্তিষ্ক হইতে হুকুম পায় না।

আবার আল্‌কোহল অনুভাবিনী স্নায়ুকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়, সুতরাং কারখানার কোথায় কি হইতেছে, মস্তিষ্করূপ কর্ত্তা সে বিষয়ে কোন সংবাদ পায় না, কাজেই কর্ত্তার

শরীরের স্নায়ু সকল

অজ্ঞাতসারে কোন কারিকর পীড়িত হইতে, কেহ বা আঘাত পাইতে পারে। এই কারণেই অনেকে ক্রমাগত মদ খাইতে থাকে, আর মনে করে, "আল্‌কোহলে অনিষ্ট হয় না।"

বড় বড় কারখানায় নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্‌কোহলযুক্ত কোন কিছু তথায় লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। তাহাতে কর্ত্তা হইতে কারিকর পর্য্যন্ত কেহই আল্‌কোহল স্পর্শ করিতে পায় না। তোমাদের নিজ নিজ দেহরূপ কারখানার বিষয়ে এই নিয়ম করিয়া, তদনুসারে চলিলে বড় উপকার হইবে।

---

৯ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—আল্‌কোহল ও স্নায়ু।

বচন-রত্ন।—"আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়ার্হ ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত।"

গীত ১৩৯; ১৪।

১।—স্নায়ু কিরূপ?

স্নায়ু চক চকে রূপলী সূত্রের মত; মস্তিষ্ক ও মেরু-দণ্ডীয় তন্ত্রী (Spinal cord) হইতে ডাল পালার মত বাহির হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে।

২।—স্নায়ুর কার্য্য কি ?

টেলিগ্রাফের তারের মত মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে সংবাদ চালনা করা স্নায়ুর কার্য্য।

৩।—স্নায়ু কয় প্রকার ?

দুই প্রকার—গতিশীলা (Motor) আর অনুভাবিনী (Sensory)।

৪।—গতিশীলা স্নায়ু কোন্ গুলি ?

যে গুলি মন হইতে আজ্ঞা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রকে জানায়।

৫।—অনুভাবিনী স্নায়ু কোন্ গুলি ?

যে গুলি শরীরের নানা যন্ত্র হইতে সংবাদ আনিয়া মনকে জানায়, সেই গুলিকে অনুভাবিনী স্নায়ু বলে।

৬।—আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিলে, সে খবর তোমাকে কে দেয়, বল দেখি ?

অনুভাবিনী স্নায়ু তাহা গিয়া মস্তিষ্ককে বলে।

৭।—একটা ঢিল ছুড়িবার জন্য যখন হাত উঠাও, তখন কোন্ স্নায়ুর ব্যবহার হয় ?

গতিশীলা স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে হাত উঠাইবার জন্য হুকুম লইয়া আইসে।

৮।—আল্‌কোহল খাইলে অনুভাবিনী স্নায়ুর কি হয় ?

আল্‌কোহল খাইলে অনুভাবিনী স্নায়ুগুলি ঘুমাইয়া পড়ে, সুতরাং তদ্দ্বারায় যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা তাহারা বলে না।

৯।—আল্‌কোহলের দ্বারা গতিশীলা স্নায়ুর কি হয় ?

আল্‌কোহল খাইলে গতিশীলা স্নায়ুর দ্বারা কোন কাজ হয় না, কারণ মনের সেগুলি আর ব্যবহার করিবার শক্তি থাকে না।

১০।—আল্‌কোহলে কি বেদনার উপশম হয় না ?

না; শরীরের অনিষ্ট ঘটিলেই মনের যে কষ্ট বোধ হয়, তাহাই বেদনা। আল্‌কোহলে অনিষ্টের নিবারণ হয় না। কিন্তু অনুভাবিনী স্নায়ুগুলিকে অবশ করিয়া ফেলে, তাই কি অনিষ্ট হইল, সে খবর মন পায় না।

১১।—ইহাতে কি উপকার হয় ?

ইহাতে প্রায়ই ভয়ানক অপকার হইয়া থাকে, বেদনা অনুভব করিতে না পারায় লোকে মদ খাই-তেই থাকে, আর ভাবে, আল্‌কোহলে আমাদের কোন রূপ অনিষ্ট হয় না।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—একটী ডিম, একটী পেয়ালা, এক শিশি আল্‌কোহল, ৬ আর ৮ পাঠে যে ছবি দেওয়া গিয়াছে, সেই ছবি, আর খড়িমাটী ও বোর্ড।

গত পাঠে "আল্‌কোহল ও মস্তিষ্কের" বিষয়ে যে শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে, তাহার পুনরালোচনা কর। কারখানা ও কারখানার কর্ত্তা, ও সেই কর্ত্তা যেরূপে কারিকরদিগকে হুকুম পাঠাইয়া দেয়, এবং কিরূপ কাজ হইল না হইল, যেরূপে কর্ত্তা সেই সংবাদ পায়, এই সকল বিষয় ছেলেদের মনে আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখ।

শরীরস্থ কারখানার বিষয়ে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ছেলেদের মনে করাইয়া দেও। বল যে, শরীরস্থ কারখানার আফিস ঘর মাথা, মস্তিষ্ক কর্ত্তা, স্নায়ু সকল টেলিগ্রাফের তার: এই তার সকল মস্তিষ্ক হইতে শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। আল্‌কোহলের শিশি দেখাইয়া, কতকগুলি মদের নাম জিজ্ঞাসা কর।

যে পাঠে আল্‌কোহলের দ্বারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অপকারের বিষয় শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে, এই বার তাহা মনে করাইয়া দিয়া বল যে, আল্‌কোহল খাইলে মস্তিষ্কের পীড়া হয়, সুতরাং

মস্তিষ্ক গতিশীল। স্নায়ুগুলির দ্বারা কারিকরদিগের কাছে হুকুম পাঠাইতে পারে না; আল্‌কোহলে অনুভাবিনী স্নায়ুগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়, সুতরাং শরীরের মধ্যে ও আশে পাশে কোথায় কি হইতেছে, সে সংবাদ মস্তিষ্ককে তাহারা দিতে পারে না। আরও বল যে, যে রক্ত মস্তিষ্কে চলিয়া যায়, আল্‌কোহলের দ্বারা তাহা ঘন হইয়া যায়; শিরাগুলি শুষ্ক ও শক্ত করিয়া ফেলাতে তাহা দিয়া আর অবাধে রক্তের চলাচল হয় না বরং পথ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে শিরাগুলিতে রক্ত আট্‌কিয়া থাকে, ও ঘা কোপ হয়, আর শক্ত হইয়া যাওয়াতে মস্তিষ্ক পীড়িত হইয়া পড়ে।

আরও বুঝাইয়া বলিয়া দেও যে, এই সকল অনিষ্ট হইতে *বেশি আল্‌কোহলের প্রয়োজন নাই;* একটু একটু ব্রাণ্ডি, পোর্ট, বিয়ার, ধেনো মদ বা তাড়ি রোজ রোজ খাইলে এই সকল অনিষ্ট ঘটিবে।

---

১০ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—তামাক—তামাক কি?

বচন-রত্ন।—"মন্দ বৃক্ষে মন্দ ফল ফলে।"

মথি ৭; ১৭।

১।—তামাক কি?

এক প্রকার চারা গাছের পাতা; ইহাতে নিকোটাইন (Nicotine) নামে এক প্রকার বিষ আছে, যাহা গুপ্তভাবে অনিষ্টকর

২।—তামাক কি কাজে লাগে?

বেলেদোনা (Belladonna) ও একোনাইটের (Aconite) মত তামাক ঔষধে লাগে। ইহাতে কীট মারা যায়, ও তামাকের জল গাছে দিলে পোকা মরে।

৩।—ইহার আর কি কি ব্যবহার হয়?

লোকে পানের সঙ্গে তামাকের পাতা খায়, পাতার চূর্ণ দিয়া স্ত্রীলোকে দাঁত মাজে, পাতা জড়াইয়া চুরুট করে, আর গুড়ের সঙ্গে পাতা কুচাইয়া মাখিলে গুড়ুক তামাক হয়; লোকে চুরুট ও গুড়ুকের ধূঁয়া টানে।

৪।—ইহা কি সুস্বাদ?

না। ছেলের মুখে একটু দিলে সে বমি করে।

বয়স্ক মানুষে প্রথম বার গুড়ুক টানিলে মাথা ঘুরিতে থাকে, গা বমি বমি করে।

৫।—কোন পশুতে কি তামাক পাতা খায় ?

কচি পাতা কেবল ছাগলে খায়, কিন্তু শুষ্ক পাতা মানুষ ভিন্ন আর কোন প্রাণীতে খায় না।

৬।—ব্যবহারের জন্য তামাক কিরূপে প্রস্তুত হয় ?

পাতাগুলি শুকাইয়া, পাটীর মত গুটাইয়া চুরুট তৈয়ার করে, গুড়া করিয়া নস্য তৈয়ার করে, গুড় দিয়া মাখিয়া গুড়ুক তামাক করে। চরসের সঙ্গে লোকে গুড়ুক তামাক খায়।

৭।—তামাক খাওয়া অভ্যাস করিলে আর কি কু-অভ্যাস আসিয়া যুটে ?

তামাকখোরেরা শেষে প্রায়ই গাঁজাখোর ও চরস-খোর হইয়া পড়ে। চুরুটে পিপাসা বৃদ্ধি হওয়াতে, ও গা মাটী মাটী করাতে অনেক লোকে মদ খাইতে আরম্ভ করে।

৮।—তবে তামাককে কি বলা যাইতে পারে ?

গাঁজা, চরস ও মদের বন্ধু বলা যাইতে পারে।

কারণ চণ্ডুখানায়, গুলিখানায় এবং গাঁজার আড্ডায় তামাকের বড়ই আদর।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—কতকগুলি তামাকের পাতা ও বীজ খানিকটা গুড়ুক তামাক, বোর্ড আর খড়িমাটী।

ছেলেদিগকে তামাকের পাতা দেখাইয়া বলিবে যে, এ গুলি তামাকের পাতা। জিজ্ঞাসা করিবে, কে কে মাঠে তামাকের গাছ দেখিয়াছে। এই বার তামাকের বীজ দেখাইবে। দেখাইয়া বলিবে, মানুষ যেমন নানা জাতীয়, গাছও তেমনি নানা জাতীয়। কোন কোন জাতীয় তামাকের নাম বলিবে। যেমন, গোলাপজাতীয, পদ্মজাতীয়। তামাক গাছের জাতীয় নাম বলিয়া বলিবে যে, এ গাছগুলি দেখিতে সুন্দর নহে, সুগন্ধও নহে। কিন্তু ইহার পাতা কখনও কখনও ঔষধে লাগে। তবে কি না বড় সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

ছেলেদিগকে বলিবে যে, কেবল ঔষধে লাগাইলেই তামাকের ভাল ব্যবহার হয়, নহিলে ইহা এমন ভয়ানক বিষ যে, এক এক বারে একটু একটু করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

আরও বলিয়া রাখি যে, তামাক-সেবন করিলে কেমন করিয়া শরীরের অনিষ্ট হয়, আগামী দুই পাঠে তোমাদিগকে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

তামাক খাইলে এক উপকার এই যে, রাক্ষসের ভয় থাকে না; কারণ রাক্ষসে তামাকখোর মানুষের মাংস খায় না।

---

১১ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—তামাক সেবন।

বচন-রত্ন।—"আমার প্রজাগণ আমাকে বিস্মৃত হইয়া অলীক দেবগণের উদ্দেশে ধূনা জ্বালায়।"

যিরমিয় ১৮; ১৫।

১।—তামাকের ব্যবহার বেশীর ভাগ কিরূপে হয়?

ধূম পানে।

২। তামাকের ধূঁয়ায় কি কি থাকে?

কারবন, বা কাঁইট, এমোনিয়া, ও নিকোটাইন বেশির ভাগ থাকে।

৩।—কারবনের দ্বারা মনুষ্য-শরীরের কি অনিষ্ট হইতে পারে?

যে কারবন কারবনিক এসিড আকারে থাকে,

তাহাতে অনিদ্রা জন্মায়, ও মাথা ধরে। আর অন্য আকারের কারবনে হৃৎপিণ্ডস্থ মাংসপেশীর কম্পন জন্মে।

৪।—এমোনিয়াতে কি অনিষ্ট হয়?

ইহাতে তামাক সেবনকারির জিহ্বা কামড়ায়, লালা-শিরার উত্তেজনা হয়, মুখ ও কণ্ঠ যেন শুকাইয়া যায়।

৫।—নিকোটাইনে কি হয়?

আধ ছটাক তামাকে যত টুকু নিকোটাইন থাকে, তত টুকু খাইলে মানুষ মরিয়া যায়। তামাকের ধূঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণ নিকোটাইন টানা হয়। দেরিতে হইলেও ইহার বিষে অনিষ্ট নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

৬।—তামাক টানিলে শরীরের কি কি অনিষ্ট হয়?

অজীর্ণ, অনিদ্রা, হাত পা কাঁপা, অর্দ্ধাঙ্গ ও কখন কখনও গলায় ঘা হয়।

৭।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের কি হয়, বলিতে পার?

(১) ইহাতে শরীরের রক্ত জলপানা হয়, আর লালবর্ণ থলিয়াগুলির অনিষ্ট করে।

(২) পাকাশয় গুলাইতে থাকে।

(৩) হৃৎপিণ্ডের গতি শিথিল হয়।

(৪) ফুস্‌ফুসের সূক্ষ্ম উপরিভাগে যন্ত্রণা হয়।

(৫) শ্রবণ ও দর্শন উভয় শক্তির হানি হয়।

(৬) মস্তিষ্কের চিন্তা করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—বোর্ডেতে একটা কল্‌কে আঁক—আরও আঁকিয়া দেখাও যে, কল্‌কে দিয়া বিস্তর ধূঁয়া বাহির হইতেছে। যে ছেলেরা কখনও তামাকের ধূঁয়ার গন্ধ শুঁকিয়াছে, তাহাদিগকে হাত তুলিতে বল। হাত তোলা হইলে, কে কোথায় ধূঁয়ার গন্ধ পাইয়াছে, তাহা বলিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে জানা যাইবে যে, সর্ব্বত্রই তামাকের ধূঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়।

কল্‌কের ধূঁয়ার উপরে লিখিয়া দেও, "বিষ," লিখিয়া ছেলেদিগকে পড়িতে বল। বলিয়া দেও যে, তামাকে দুই প্রকার বিষ আছে—তাহা ছাড়া আর এক জিনিষ আছে, তামাক মুখে দিলে তাহাতে জিহ্বা কামড়াইতে থাকে, সে জিনিষটার নাম "এমোনিয়া"। কল্‌কের ধূঁয়ার উপর "এমোনিয়া" কথাটীও লিখিয়া দেও।

এক্ষণে শিক্ষক অঙ্গুলি দিয়া নিজের নাকের ছিদ্র দেখাইয়া ছেলেদিগকেও তাই করিতে বলিবেন। বল যে, এই দুইটী যেন ছোট ছোট ফটক, সর্ব্বদাই খোলা। এই বার জিজ্ঞাসা কর, যে জন তামাক খায়, কল্‌কের বা চুরুটের ধুঁয়া কি তাহার এই দুইটী ফটকের কাছে যায়? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, "হাঁ, তাহার ভিতরে যায়।" এই বার বোর্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, ভিতরে যায় কি? তাহাদিগকে বলিতে হইবে, "বিষ ও এমোনিয়া।" ইহা না বলিয়া যদি ধুঁয়া বলে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিবে, ধূঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি কি যায়? তখন ঠিক উত্তর হইবে।

ছেলেদিগকে বলিবে যে, এই সকল বিষ শরীরের সর্ব্বত্র রক্তে প্রবেশ করত রক্তকে নষ্ট করিয়া ফেলে; পাকাশয়ে প্রবেশ করত তাহাকে গুলাইয়া তুলে; হৃৎপিণ্ডে গিয়া তাহার কার্য্য করিবার শক্তি কতকটা নষ্ট করে; ফুস্‌ফুসেতে গিয়া ঘা জন্মায়; চক্ষে গিয়া চক্ষুকে অন্ধ করিয়া ফেলে; কাণে গিয়া, কাণ কালা করে; মস্তিষ্কে গিয়া, মস্তিষ্ককে চিন্তা করিতে দেয় না। বলিবার সময়ে শরীরের এই সকল অংশ দেখাইয়া দিবে।

পরে বলিবে যে, তামাক খাওয়ার অভ্যাস বড় স্বার্থপর অভ্যাস, আর এ বড় নোংরা অভ্যাসও বটে। যাহারা তামাক

খায়, তাহারা ঘরের দেওয়ালে, মেঝেয় ও উঠানে সর্ব্বদা থুথু ফেলে। ছি!

মনে কর, খাইবার জন্য এক ঘটি জল রাখিয়াছি, অমনি তাহাতে কেহ থুথু ফেলিল, এ লোকটার বিষয়ে কি মনে কর? এ প্রকার লোক বড় নোংরা। তামাকখোরেরাও এই প্রকার লোক—আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যে বাতাস গ্রহণ করি, তাহারা তামাক টানিয়া সেই ধুঁয়া তাহাতে মিশাইয়া দেয়। বড় কদর্য্য অভ্যাস।

---

১২ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—দোক্তা খাওয়া।

বচন-রত্ন।—"কেন অখাদ্য দ্রব্যের নিমিত্ত রৌপ্য তৌল করিতেছ?" যিশা ৫৫ ; ২।

চিন্তা-রত্ন।—"থুথু ফেলিতে ফেলিতে জীবন নষ্ট করা কি মানুষের কাজ?"

১।—তামাক কি খাদ্য?

না ; তামাকের দ্বারা কোন প্রকারে খাদ্যের কাজ দেখে না। ইহাতে শরীরের শক্তি বাড়ে না, বরং কমিয়া যায়।

২।—তবে লোকে পানের সঙ্গে দোক্তা খায় কেন?

থুথুর সঙ্গে পুনরায় ফেলিয়া দিবার জন্য, আর অভ্যাস হইয়া গেলে, দোক্তা না খাইলেই নয়।

৩।—তামাকের ধূঁয়া টানাতে শরীরের বেশী ক্ষতি হয়, কি দোক্তা খাওয়াতে বেশী ক্ষতি হয়?

দোক্তা খাওয়াতেই বেশী ক্ষতি হয় করিয়া শুনি।

৪।—কেমন করিয়া ক্ষতি হয়?

মুখে দোক্তা থাকিলে লালা বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যায়, আর তাহা থুথুর সহিত ফেলিয়া দেওয়াতে উপযুক্ত পরিমাণ লালা শরীরে থাকে না। আবার খানিকটা তামাকের রস অগত্যা গিলিয়া ফেলিতে হয়, তাহাতে এই বিষাক্ত রসের দ্বারা পাকাশয়ের কোমল উপরিভাগের হানি হয়। এই বিষ পাকাশয় হইতে শরীরের রক্তে ও অন্যান্য যন্ত্রে গিয়া পঁহুছে।

৫।—দোক্তা খাওয়া অভ্যাস করিলে যুবক যুবতীদিগের অনিষ্ট হয় কি?

হয় বৈ কি? দোক্তা খাওয়াতে তাহাদের শরীর ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না। স্নায়ু গুলি কুচিয়ে ফেলে, এবং মনোবৃত্তির পুষ্টির পথ বন্ধ হয়। দোক্তা

খাওয়াতে তাহারা স্বার্থপর ও অসভ্য হইয়া উঠে। দোক্তা গালে থাকিলে ঘন ঘন অসভ্যের ন্যায় থুথু ফেলিতে হয়, তাহা দেখিলে অন্যের ঘৃণা জন্মে।

৬।— দোক্তা খাওয়াতে কি যুবক যুবতীদের পীড়া হয়?

হাঁ, হয়। শিশু কালের ন্যায় আঁস (tissue) গুলি যত সূক্ষ্ম হইবে, অনিষ্ট তত গুরুতর হইবে।

৭।—যাহারা দোক্তা খায়, দোক্তার কুফল কি কেবল তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হয়?

না; যে খায়, কুফল সকল তাহাকে নিজে অনেক স্থলে ভোগ করিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহার পুত্র কন্যাদিগকে, এমন কি, তাহার পৌত্রাদিকেও ভোগ করিতে হয়।

৮।— তবে কি দোক্তা, বা তামাক খাওয়া পাপ?

আমাদের বিশ্বাস এই যে, ইহা পাপ। কারণ ইহাতে উক্ত অনিষ্ট সকল ঘটে। আর যে শরীর পবিত্র আত্মার মন্দির স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহা অপবিত্র হয়।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—একটা পান ও খানিকটা দোক্তা।

অষ্টম ও নবম পাঠে দেহের কারখানার কারিকর রূপ পাকাশয়, যকৃৎ ইত্যাদির বিষয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আবার বলিয়া যাও। বুঝাইয়া দেও যে, পাকাশয়রূপ কারিকরের ব্যবহারের জন্য খাদ্য জিনিষটী বিশেষ রূপে প্রস্তুত হওয়া চাই। আমরা আদত জিনিষ মুখে দি, পাকাশয়ের কাজের পূর্ব্বে তাহা নরম হওয়া আবশ্যক। এই রূপে নরম করার জন্য মুখের ভিতরে এক প্রকার রস আছে, তাহাকে লালা বলে। এক বার আহারের পরে, আবার আহার করিবার পুর্ব্বে যে সময় টুকু পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে, যত টুকু আবশ্যক, কেবল তত টুকু লালা মুখে আসিয়া মুখকে সরস রাখে মাত্র। কিন্তু খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে পর পাকাশয়ের ব্যবহারের জন্য খাদ্যটাকে প্রস্তুত করণার্থ আরও লালার প্রয়োজন হয়।

ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি পাকাশয়কে না দিয়া লালাগুলি থুথুর সঙ্গে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি হয়? হয় ত তাহারা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। ছেলেদিগকে তখন বুঝাইয়া দিবে যে, তাহা হইলে পাকা-

শয়ের কাজ বন্ধ হইবে, কারণ লালার সঙ্গে মিশাইয়া যে খাদ্য আমরা গিলিয়া ফেলি, পাকাশয় তাহাকে আর মাড়পানা করিতে পারে না।

ছেলেদিগকে বলিয়া দেও যে, অনেক লোকে, পান ও অন্যান্য খারাপ জিনিষের সঙ্গে দোক্তা খায়, এবং মুখে ভাল না লাগিলে, ও পাকাশয়কে দিবার যোগ্য নয় বলিয়া লালাগুলি থুথুর সঙ্গে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু প্রায়ই খানিকটা রস গিলিয়া ফেলে, তাহাতে পাকাশয় এমন রক্তবর্ণ হইয়া উঠে যে, বোধ হয় যেন রাগ করিয়াছে।

তখন তামাকের পাতাটা ছেলেদিগের হাতে হাতে দিয়া বলিবে, ইহাতে যে বিষ আছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ? বিষ দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু আছে; আর সে বড় কড়া বিষ। এই বিষ লালার সঙ্গে পেটে গেলে, পাকাশয় তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে পারে না; কাজেই পাকাশয়স্থ মাড়ের সঙ্গে মিশাইয়া যায়। পাকাশয় হইতে সেই মাড় আর এক কারিকরের হাতে যায়, তাহার নাম অন্ত্র (Intestine), তখনও সেই মাড়ে বিষ থাকে। ইহাতে অন্ত্রের যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্তু বিষ বাহির করিয়া দিতে পারে না। ইহার পরে যাহার হাতে উক্ত মাড় যায়, তাহার নাম যকৃৎ; ইহাতে তাহারও অসুখ হয়। কিন্তু যকৃৎও উক্ত

বিষকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না। সুতরাং বিষ গিয়া শরীরময় ব্যাপী শিরাতে পড়ে; শিরা সকলও সে বিষ বাহির করিয়া দিতে পারে না। কাজেই সে বিষ সদাই কর্ম্মে ব্যস্ত কারিকরের কাছে যায়, তাহার নাম হৃৎপিণ্ড। এই বিষে তাহাকেও পীড়িত করে। পরে মস্তিষ্কে গিয়া বিষ উঠে, তাহাতে মস্তিষ্ককে এমন বোকা ও নিদ্রালু করিয়া তুলে যে কি করিতে হইবে, না হইবে, তাহা স্নায়ু সকলকে বলিতে পারে না; তখন মানুষের হাত পা কাঁপিতে থাকে।

এই প্রকার জিজ্ঞাসা কর;—"তবে কি দোক্তা ও পান খাওয়া পাপ?" আমাদের বিশ্বাস এই, ইহা পাপ বটে, কারণ ইহাতে উক্ত প্রকারের সকল মন্দ ঘটে, আর শরীর অপবিত্র করে—যাহা ঈশ্বরের মন্দির হইবে বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে।

---

১৩ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—তাড়ী ও তামাক।

বচন-রত্ন।—"ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় সবীজ ওষধি ও যাবতীয় সবীজ

ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।” আ ১ ; ২৯।

চিন্তা-রত্ন।—এক বারে লোকের সর্ব্বনাশ হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সর্ব্বনাশে যাওয়ার পথ সহজ হয়।

১।—সচরাচর লোকে কেমন করিয়া নেশার জিনিষ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে ?

অনিষ্টকর নহে মনে করিয়া কোন কোন জিনি-ষের ব্যবহার করিয়া থাকে।

২।—এমন কোন কোন জিনিষের নাম করিতে পার কি ?

পারি বৈ কি ?—যেমন তাড়ি ও তামাক।

৩।—দেখিতে যেমন নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়, এ সকল জিনিষ কি কাজেও তেমনি নির্দ্দোষ ?

না। কারণ তাড়িতে আল্‌কোহল ও তামাকে নিকোটাইন থাকে, এই দুইটীই বিষ।

৪।—আর কোন পানীয় দ্রব্যের নাম করিতে পার, যাহা অল্প পরিমাণে খাইলে অনিষ্টকর বলিয়া মনে হয় না ?

হাঁ, পারি। হাঁড়িয়া নামে এক প্রকার মদ সাঁও-তালেরা খুব ব্যবহার করে ; তাহা অল্প পরিমাণে খাইলে মনে হয়, কোন অনিষ্ট হইবে না।

৫।—তাড়ি কি সদাই অনিষ্টকর?

টাট্‌কা তালের বা খেজুরের রসে আল্‌কোহল থাকে না, কিন্তু শীঘ্রই উহাতে আল্‌কোহল জন্মে; কারণ রস গাছ হইতে বাহির হইতে না হইতে ফেনাইতে আরম্ভ করে।

৬।—না ফেনাইলে কি বাস্তবিক খাইতে ভাল লাগে?

বড় ভাল লাগে না; অনেকে টাট্‌কা রস খাইতে ভাল বাসে বটে, খাইলে পেট ভুট ভাট করে। কিন্তু ফেনাইতে আরম্ভ হইলেই বিস্তর লোকে উহা খাইতে ভাল বাসে।

৭।—তাড়ি এবং হাঁড়িয়া খাইলে কি লোকে মাতাল হইতে পারে?

বিলক্ষণ পারে; আল্‌কোহলযুক্ত অন্য কোন পানীয় খাইলে যেমন, ইহা খাইলেও তেমনি ফল হয়।

৮।—তুমি বলিলে যে তামাকে নিকোটাইন বিষ আছে, ভাল, যাহারা তামাক খায়, তাহারা কি তাহা টের পায়?

না, পায় না; কারণ তামাকে আর নানা জিনিষ মিশায়, সুতরাং যে খায়, সে বিষ টেরই পায় না।

৯।—আচ্ছা, তবে এই দেখিতে নির্দ্দোষ জিনিষ ব্যবহার করিলে কি বিপদ ঘটে?

এ সকল কেবল দেখিতে নির্দ্দোষ, কিন্তু শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, প্রকৃত পক্ষে অনিষ্টকর। তা ছাড়া, এই সকল নেশার জিনিষ ব্যবহার করিলে মদ, আফিং ও গাঁজা ইত্যাদি আরও কড়া মাদক খাইতে ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়।

১০।—তবে, এই দেখিতে নির্দ্দোষ তিনটী জিনিষের বিষয়ে কি নিয়ম স্থির করিলে আপনাকে রক্ষা করিতে পার?

একবারেই স্পর্শ করিব না, এই নিয়ম করিলে।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—খড়িমাটী ও কালো বোর্ড, এক ছটাক আল্‌কোহল একটা শিশিতে কিছু তাড়ি, ও খানিকটা গুড়ুক তামাক।

বোর্ডের ডান দিকে "নির্দ্দোষ পানীয়" কথা দুটী লিখিয়া দেও, এটী শিরোনাম হইল; ইহার নীচে লেখ দুধ, জল, চিনিপানা, ডাবের জল ইত্যাদি। পরে বোর্ডের বাম দিকে

লিখ "অনিষ্টজনক পানীয়," এটীও শিরোনাম হইল ; ইহার নীচে লেখ ব্রাণ্ডি, তাড়ি, হাঁড়িয়া ও দেশী মদ ইত্যাদি।

যদি ভাল মনে কর, ছেলেরা নানা প্রকার পানীয় দ্রব্যের নাম করিয়া যাউক, তুমি তাহা শ্লেটে লিখিতে থাক। কতকগুলি নাম লেখা হইলে, সেগুলি দুই শ্রেণী করিবার প্রস্তাব করিয়া, জিজ্ঞাসা করিবে, কোন্‌গুলি "নির্দ্দোষ পানীয়" আর কোন্‌গুলি "অনিষ্টকর পানীয়" শিরোনামের নীচে পড়িবে।

জিজ্ঞাসা কর, কোন কোন পানীয় "নির্দ্দোষ" আর কোন কোন পানীয় "অনিষ্টকর" কেন? তখন আল্‌কোহলের শিশি দেখাইয়া, মনে করাইয়া দিবে যে আল্‌কোহল থাকাতেই কোন কোন পানীয় অনিষ্টকর হয়।

তখন ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাড়ি, হাঁড়িয়া, দেশী মদ ইত্যাদি কোন্ শ্রেণীতে পড়িবে। এক্ষণে ছেলেদিগকে বলিয়া দেও যে, তোমাদিগকে কেহ কিছু পান করিতে দিলে, যখন টের পাইবে যে তাহাতে আল্‌কোহল আছে, তখন তাহা কোন্ শ্রেণীর পানীয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া, খাওয়া না খাওয়া ঠিক করিতে পারিবে।

পরে ছেলেদিগকে বলিয়া দিবে যে, আল্‌কোহলযুক্ত পানীয় ছাড়া আরও অনিষ্টকর জিনিষ আছে। গুড়ুক তামাক ইত্যাদি। খানিকটা তামাক দেখাইয়া জিজ্ঞাসিবে, ইহাতে

কি কি আছে? যদি তাহারা বলিতে না পারে, তবে বলিয়া দিবে যে, ইহাতে বেশীর ভাগ তামাকের পাতা।

তামাকে যে বিষ থাকে, এই বারে ছেলেরা তাহা বলুক। নিকোটাইন। এই বারে বুঝাইয়া দেও যে, ইহার এক ফোঁটা কোন মানুষের জিহ্বায় দিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া ছেলেরা হয় ত চমকিয়া উঠিবে, আর মনে মনে বলিবে, তবে যাহারা তামাক খায়, তাহারা অমনি মরিয়া যায় না কেন? বুঝাইয়া দেও যে, এক এক বারে নিতান্ত অল্প বিষ তামাকের সঙ্গে টানিয়া লয়, আর তামাকের সঙ্গে আরও নানা জিনিষ মিশায়; এই জন্য অমনি মরিয়া যায় না। কিন্তু তাহারা নিতান্ত অল্প পরিমাণে বিষ টানিয়া লয়ই, এবং তাহা দেহে থাকিয়া অনিষ্ট করিতে থাকে; শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, বিষের ফল প্রকাশ হইয়া পড়িবেক।

ছেলেদিগকে আবার বলিয়া দেও যে, এই সকল অনিষ্টকর জিনিষ ব্যবহার করা পাপ। এ সকল স্পর্শ না করাই ভাল।

---

১৪ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—মাদক দ্রব্য ও মন।

বচন-রত্ন।—"মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা। কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও না।" রোম ৮; ৭।

১।—মন কাহাকে বল?

যাহা দ্বারা জানিতে, বোধ করিতে, ও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি, তাহাকে মন বলি।

২।—তবে মন কি শরীরের বিশেষ কোন অংশ?

মন কোথায় থাকে, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা জানি যে, মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের দ্বারা মন চিন্তা ও কল্পনা করিয়া থাকে।

৩।—কেমন করিয়া মাদক দ্রব্যের দ্বারা মস্তিষ্কের অনিষ্ট হয়, তা জান?

মাদক দ্রব্যে শরীরের রক্ত বিষাক্ত, বা বিকৃত করিয়া তুলে এবং এই রক্ত মস্তিষ্কে গিয়া মস্তিষ্কের অনিষ্ট করে, তাহাতে যে পদার্থে মস্তিষ্ক গঠিত,

তাহা কখনও শক্ত হইয়া যায়, কখনও বা নরম করিয়া তুলে।

৪।—এই প্রকার অনিষ্ট দ্বারা মস্তিষ্কের কি হয়?

মন বিকৃত মস্তিষ্কের দ্বারা কোন কাজ করাইতে পারে না।

৫।—মাদক দ্রব্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনের কি হয়, বলিতে পার?

প্রথমতঃ তাহাতে মনের গতি খরতর করে, দ্বিতীয়তঃ, এক বার মনের চিন্তাশক্তি বাড়ায়, আবার অমনি কমায়। তৃতীয়তঃ, হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি বন্ধ হইয়া যায়, অবশেষে যে অবস্থা দাঁড়ায়, সেটী মাতাল অবস্থা।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—কাল বোর্ড, খড়িমাটি, একটা ছোট ঘড়ী, একটী সুগন্ধি ফুল, একটা কাঁটা বা তীক্ষ্ণ ছড়ি, আর এক শিশি আল্‌কোহল।

শিক্ষক ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ঘড়ীটী কোথায় ধরিলে টিক্ টিক্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়? তাহারা উত্তর

করিলে পর ঘড়ীটী কাণের কাছে না ধরিয়া শরীরের আর কোন স্থানে ধরিবে, ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এখন টিক্ টিক্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে না কেন?

পরে ফুলটী কাণের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কই, ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না কেন? শরীরের যে স্থানে দর্শনশক্তি আছে, এই বার ছেলেদিগকে সেই অংশ দেখাইয়া দিতে বল।

কাঁটা বা তীক্ষ্মমুখ ছড়ি একটী ছেলের হাতে দিয়া শরীরের এমন স্থানে বসাইতে বলিবে, যেখানে তাহার তীক্ষ্মতা বোধ করিতে পারে। আর এক জনকে আর এক স্থানে বসাইতে বলিবে, এই রূপে সকলকে বসাইতে বলিয়া বুঝাইয়া দিবে যে বোধ করিবার শক্তি শরীরের সর্ব্বত্রই আছে।

পরে বল যে, আর একটী বিষয় আমরা সকলেই করিয়া থাকি, যথা চিন্তা। শরীরের কোন্ স্থান চিন্তা করে? ছেলেরা বলিবে, "মস্তক।" তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেও যে মস্তকরূপ কারখানাতে চিন্তা হয়, কিন্তু আমরা যাহাকে মন বলি, সেই মনই চিন্তা করিয়া থাকে। রাত্রি কালে যে সকল তারা আকাশে ঝকমক করে, সে সকলের বিষয়ে ছেলেদিগকে চিন্তা করিতে বল, ঈশ্বরের বিষয়, দূতগণের বিষয়, স্বর্গের বিষয়, বাড়ীতে যে সকল আত্মীয় সজন আছেন, তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিতে বলিয়া বুঝাইয়া দিবে, কত শীঘ্র শীঘ্র

মন চিন্তা করে, কত শীঘ্র বাতাস অপেক্ষাও চিন্তা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুত গমন করে।

তার পরে একটা পলাতক ঘোড়ার কথা উপস্থিত কর। ঘোড়াটা ছুটিয়াছে, কোচমানের আর কোন হাত নাই, রাস মানে না। এমন জোরে ঘোড়া ছুটে যে শেষে গাড়ি ও কোচ-মান উভয়েই নষ্ট হয়। এমন কোন জিনিষ আছে, যাহাতে মনকে ঐ প্রকার ঘোড়ার মত করিয়া তুলিতে পারে। পরে আল্‌কোহলের বোতল দেখাইয়া, বুঝাইয়া দিবে, কেমন করিয়া আল্‌কোহল, গাঁজা, আফিং, ভাং ইত্যাদি শরীরে প্রবেশ করিলে বুদ্ধি শুদ্ধি হরণ করে, মন এলো মেলো চিন্তা করিতে থাকে, অবশেষে তাহাও বন্ধ হয়। তখনকার অবস্থাই বদ্ধ মাতাল অবস্থা। এই মাতাল অবস্থায় বিস্তর ভয়ানক শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া থাকে।

মাদক দ্রব্য পাকাশয়ে প্রবেশ না করিলে, অর্থাৎ নেশাকর জিনিষ না খাইলে মানুষের কখনও এমন দুর্দ্দশা ঘটে না। এই বিপদ এড়াইবার জন্য সকলেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুক, এরূপ অনিষ্টকর জিনিষ খাইবার ইচ্ছা যেন আমাদের না থাকে। কেহ কোন নেশার জিনিষ খাইতে অনুরোধ করিলে আমরা যেন "না" বলিতে শক্তি পাই। এবং আমরা যেন, যাহা ভাল, তাহা ভাল বাসি, ও যাহা মন্দ, তাহা ঘৃণা করি।

১৫ পাঠ।

আল্‌কোহল ও নীতিজ্ঞান।

বচন-রত্ন।—"তাহারা ব্যবস্থার কার্য্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত দেখাইতেছে, তাহাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দিতেছে।" রো ২ ; ১৫।

১।—ভাল কার্য্য করিতে গেলে প্রথমে কি জানা আবশ্যক?

ভাল কোন্‌টী, তাহা জানা আবশ্যক।

২।—ভাল মন্দ কেমন করিয়া জানা যায়?

প্রথমতঃ আমাদিগের অন্তরে বোধ বা অনুভব করিবার শক্তি আছে; সেই শক্তি দ্বারা কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ, জানিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ লোকের নিকট উপদেশ পাইয়াও ভাল মন্দ বুঝিতে পারি।

৩।—এই আন্তরিক বোধ শক্তিকে কি বলা যায়?

ইহাকে নীতিজ্ঞান বলে।

৪।—এই নীতিজ্ঞান কি সদাই ঠিক?

বিকৃত না হইলে ঠিক বটে।

৫।—আমাদের নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা কি আমাদের নীতিজ্ঞান বিকৃত হইতে পারে?

পারে। যখনই জানিয়া শুনিয়া অন্যায় করি,

তখনই পাপ করা হয়; এবং তাহাতে নীতিজ্ঞান নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যেমন অপব্যবহার করিলে রুচিজ্ঞান ভোঁতা হইয়া যায়।

৬।—মাদক দ্রব্যের দ্বারা নীতিজ্ঞানের কি রূপে অনিষ্ট হয়?

ঈশ্বর আমাদিগকে যে শরীর দিয়াছেন, সেই শরীরের অনিষ্টকর কিছু জানিয়া শুনিয়া খাইলে শরীরের বিরুদ্ধে পাপ হয়, সুতরাং যত এই পাপ করি, আমাদের ন্যায় অন্যায় বোধশক্তি ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

৭।—আমাদিগের অন্তরে এমন কি আছে, যাহা আমাদিগকে ভাল কার্য্য করিতে বলে?

সংবেদ। এই সংবেদ শিখাইয়া দেয়, "এইটী করা উচিত," "ঐটী করা অনুচিত।"

৮।—নীতিজ্ঞান ও সংবেদ কি একই নহে?

না; নীতিজ্ঞান উচিত কার্য্য দেখাইয়া দেয়, আর সংবেদ সেই উচিত কার্য্যটী করিতে বলে।

৯।—মাদক দ্রব্যে কি সংবেদের কোন অনিষ্ট হইতে পারে?

সংবেদ বলে, "মাদক দ্রব্য সেবন করিও না;" যদি

তাহার এ কথা না শুনিয়া নেশা করি, তাহা হইলে সংবেদ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর তাহার কথা কাণে প্রবেশ করিতে পায় না।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—কালো বোর্ড, ও খড়িমাটী, এক শিশি আল্‌কোহল ও একটা তাপ-পরিমাণ যন্ত্র।

বোর্ডের উপরে, একটা বাঁশের ডগায় সাইনবোর্ড আঁক, আঁকিয়া ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেও, উহা দিয়া কি হয়। জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি কখনও এমন কোন কাজ করিতে চাহিয়াছ, যাহা করা উচিত কি না, সে বিষয়ে কিছু ঠিক করিতে পার নাই?

ঠিক পথ দেখাইয়া দিবার জন্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে সদাই একটা ছোট সাইনবোর্ড থাকিলে, বড় ভাল হইত।

এই বার সাইনবোর্ডের বাঁশটা মুছিয়া ফেল, ফেলিয়া বোর্ডে এমন করিয়া এক রেখা টানিবে যেন একখানা পুস্তকের মত দেখায়। উপরে লিখিয়া দেও "ধর্ম্মপুস্তক।" অনন্তর ছেলেদিগকে বল যে, ভাল মন্দ জানাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে সাইনবোর্ডের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মপুস্তক দিয়া-

ছেন। আরও বল যে, ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ের কর্ণে চুপি চুপি বলিয়া দেন, এইটী ভাল, এইটী মন্দ : আর ভাল মন্দ জানাকেই নীতিজ্ঞান বলে। ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেও যে, বিধর্ম্মীরা ঈশ্বরের পুস্তকের বিষয়ে কিছু জানে না ; সুতরাং অতি সামান্য নীতিজ্ঞান থাকাতে তাহারা মিথ্যা কথা কহে, চুরি করে, আরও কত প্রকার কুকাজ করিয়া থাকে।

এই বার জিজ্ঞাসা কর, বল দেখি, তোমরা এমন লোক কখনও দেখিয়াছ, যে কাণ থাকিতে শুনিতে পায় না, এবং চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না ? অনেক সময়ে পীড়াতে শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া যায়। আল্কোহলের শিশি দেখাইয়া বলিবে, আল্কোহলযুক্ত পানীয়, এবং আফিং গাঁজা, ইত্যাদি মাদক দ্রব্যে নীতিজ্ঞান হরণ করে, তাহাতে করিয়া, নেশাখোর লোকে অনেক সময়ে আপন সন্তানকে মারিয়া ফেলে, এবং নেশা না ছাড়িলে টের পায় না যে কি সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। একখানা কাগজ আস্তে আস্তে ভাঁজ কর, পরে আবার সমান কর ; ভাঁজের দাগ ছেলেদের চক্ষে বড় একটা পড়িবে না। বার বার ভাঁজ করিতে ও খুলিতে থাক, তাহাতে শেষটা ভাঁজের দাগে দাগে কাগজ খানা কাটিয়া যাইবে। মাদক দ্রব্য যাহারা সেবন করে, তাহাদেরও এই দশা হয়। প্রথম প্রথম নেশা ছাড়িয়া গেলে

তাহাদের নীতিজ্ঞান জাগিয়া উঠে, কিন্তু বার বার মদ গাঁজা ইত্যাদি খাইয়া মাতাল হইলে, তাহাদের নীতিজ্ঞান আর জাগে না, নষ্ট হইয়া যায়।

এই বার তাপ-পরিমাণ যন্ত্রের বিষয় বুঝাইয়া দেও। বলিয়া দেও যে, কোন স্থানে রাখিয়া দিলে এই যন্ত্র সে স্থানকে উষ্ণ বা শীতল করে না। ছেলেদিগকে আরও বলিবে যে, ঈশ্বর তোমাদিগের মধ্যে এমন কোন কিছু রাখিয়া দিয়াছেন, তোমরা ভাল কাজ করিলে তাহা তোমাদিগকে সুখী করে ও মন্দ কাজ করিলে, অসুখী করে। তাহার নাম সংবেদ।

আবার আল্‌কোহল দেখাইয়া বলিবে যে, নেশা করিলে সংবেদ নিস্তেজ হইয়া যায়, তাহাতে নেশাখোরেরা অবশেষে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।

---

১৬ পাঠ।

মাদক দ্রব্য ও তিনটী ক্রিয়াপদ।

বচন-রত্ন।—"তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর।" দ্বিং বিং ৬; ৫।

১।—ক্রিয়াপদ কাহাকে বলে, জান ?

যে কথাটীতে হওয়া, বা করা বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে।

২।—আমাদের জীবনের সহিত কোন্ তিনটী ক্রিয়াপদের বিশেষ সম্বন্ধ ?

জানা, ভালবাসা, এবং করা ক্রিয়া;—সৎলোকে বলিতে পারেন, "ভাল কি, তাহা আমি জানি, যাহা ভাল, তাহাই আমি ভাল বাসি, এবং যাহা ভাল, তাহাই আমি করিব।" তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে আমরা সৎ লোক হইতে পারি।

৩।—ভাল কি, তাহা কি রূপে জানিতে পারা যায় ?

ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নীতিজ্ঞানের যে শিক্ষা হয়, তাহার দ্বারা।

৪।—যাহা ভাল, কি রূপে তাহা ভাল বাসিতে শিখিতে পারা যায় ?

নূতন অন্তঃকরণ, যে অন্তঃকরণ ঈশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করে, এমন অন্তঃকরণ লাভ করিলে।

৫।—এমন অন্তঃকরণ কি রূপে লাভ করা যায়?

স্বভাবতঃ আমাদের অন্তঃকরণ মন্দ, কিন্তু যীশুর নিকট গিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক চাহিলে, নূতন অন্তঃকরণ লাভ হয়।

৬।—যাহা ভাল, তাহা জানিলে ও ভাল বাসিলে পর আর কি চাই?

ভাল কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও সঙ্কল্প চাই।

৭।—মাদক দ্রব্য সেবন করিলে কি এই তিন ক্রিয়ার কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে?

হাঁ; মাদক দ্রব্য সেবন করিলে এই তিনটী ক্রিয়ার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

৮।—প্রথম ক্রিয়া, অর্থাৎ "জানা," এইটীর কি রূপ পরিবর্ত্তন হয়?

দেহে মাদক দ্রব্য প্রবেশ করাতে মস্তিষ্ক পীড়িত হইয়া যায়, তাহাতে মন মস্তিষ্কের ব্যবহার দ্বারা সত্যটী শিখিতে বা জানিতে পারে না। আবার নীতিজ্ঞান এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, সত্যটী বলিতে অক্ষম হয়।

৯।—মাদক দ্রব্যের দ্বারা "ভাল বাসা" ক্রিয়াটীর কি রূপ পরিবর্ত্তন হয়?

মাদক দ্রব্যের দ্বারা হৃদয়ের রুচি এমন বদ্‌লিয়া যায় যে, তাহাতে করিয়া কোন লোক আগে যেটী ভাল বাসিত, এক্ষণে সেটী ঘৃণা করে, এবং যাহা ঘৃণা করিত, তাহা ভাল বাসে।

১০।—"ইচ্ছা করা" ক্রিয়াটীর কি রূপ পরিবর্ত্তন হয়?

যাহা মন্দ বলিয়া জানি, এমন এক এক বিষয়ে মজিলে ভাল কার্য্য করা ক্রমে কঠিন হইয়া পড়ে; ভাল ইচ্ছাটী দিন দিন দুর্ব্বলা হয়। অবশেষে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

১১।—তবে মাদক দ্রব্য সেবন করিলে মানুষের চরিত্রের কি হয়?

তাহাতে সমস্ত স্বভাব বদ্‌লিয়া যায়, এবং ভাল বিষয়ের জ্ঞান, ভাল বিষয়ের আদর, ও ভাল কার্য্য করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—একটু নীল, একটু সিন্দূর, একটু বাঁটা হরিদ্রা, তিনখানি কাগজ; এক শিশি আল্‌কোহল, একটু আফিং, একটু গাঁজা, বোর্ড ও খড়িমাটী।

একটু নীল গুলিয়া একখানি কাগজে লাগাইয়া ছেলেদিগকে বর্ণের নাম বলিতে বল। ঐ রূপে একটু হরিদ্রা আর একখানি কাগজে লাগাইয়া বর্ণের নাম জিজ্ঞাসা করিবে। এই বার একটু সিন্দূর তৃতীয় কাগজখানিতে লাগাইয়া বর্ণের নাম জিজ্ঞাসা করিবে। পরে নীলের কাগজে একটু হরিদ্রা লাগাইয়া দিলে ছেলেরা দেখিতে পাইবে যে রং বদ্‌লিয়া গেল। এক্ষণে তাহারা সেই বর্ণের নাম বলুক।

যে কাগজে হরিদ্রা ছিল, তাহাতে সিন্দূর দেও, তাহাতে রং বদ্‌লিয়া গেলে, ছেলেদিগকে সেই বর্ণের নাম বলিতে বল।

হরিদ্রাবর্ণের দ্বারা অন্যান্য বর্ণের যে পরিবর্ত্তন হইল, ছেলেদিগকে তাহা মন দিয়া দেখিতে বল। পরে, কাগজখানি হাতে লইয়া, আল্‌কোহল, আফিং ও গাঁজা ইত্যাদি খাইলে মানুষের চরিত্রের কি রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বুঝাইয়া দিবে।

বোর্ডে তিন পংক্তিতে লিখ।

জানা।

ভাল বাসা।

করা।

এই বার জিজ্ঞাসা কর যে, যে অংশ চিন্তা করে, সে অংশ কোথায়? পরে বুঝাইয়া দেও যে, মন মস্তিষ্কের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকে। পরে যে অংশের দ্বারা ভাল বাসা যায়, সে অংশের নাম জিজ্ঞাসা কর। পরে বোর্ডের শেষ লাইনে "করা" কথাটী পড়িতে বলিবে। এই বার জিজ্ঞাসা কর, কোন্ অংশ তোমার পাকে চলিতে; হাতকে কোন কার্য্য করিতে; মুখকে আহার করিতে বা কথা কহিতে; চক্ষুকে দেখিতে, বা ঘুমাইতে আজ্ঞা দেয়? তোমাদের শরীরের যে অংশ সদাই বলে, "কর," সে অংশের নাম বল

হরিদ্রাবর্ণে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দেখিয়াছ, তাহা মনে করাইয়া দেও। এক্ষণে আল্‌কোহলের শিশি, আফিং, গাঁজা, ইত্যাদি দেখাইয়া দিয়া বল যে, আমাদের যে অংশ ভাল বাসে, যে অংশ ইচ্ছা করে, ও মনের যে অংশ চিন্তা করে, এই সকলে সে সমস্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারে। লোকে এই সকল সেবন করিলে, মানুষে যে অংশ দ্বারা কোন কিছু জানিয়া থাকে, তাহা এমন বদ্‌লিয়া যায় যে, ভাল মন্দ জ্ঞান হারাইয়া ফেলে।

মাদক দ্রব্য সেবন করিলে ভাল বাসা বদ্‌লিয়া ঘৃণা দাঁড়ায়

এবং ইচ্ছার ভাল কার্য্য করিবার সমস্ত শক্তি এমন নষ্ট হইয়া যায় যে, ইচ্ছা আর হস্ত পদ ইত্যাদিকে ভাল কার্য্য করিতে ও মনকে ভাল বিষয় ভাবিতে আজ্ঞা করিতে পারে না।

---

১৭ পাঠ।

মাদক দ্রব্যের পরিমিত ব্যবহার।

বচন-রত্ন।—"তোমরা আমাদের নিমিত্তে শৃগালদিগকে, ক্ষুদ্র শৃগালদিগকে ধর, যাহারা দ্রাক্ষার উদ্যান সকল নষ্ট করে; কারণ আমাদের উদ্যানে দ্রাক্ষা মুকুলিত হইয়াছে।" পং গী ২; ১৫।

১।—মত্ততার আরম্ভ কি রূপে হয়?

মাদক দ্রব্যের পরিমিত ব্যবহার হইতে, অর্থাৎ প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে একটু একটু করিয়া মাদক দ্রব্য সেবন করিলে।

২।—অতএব মাদক দ্রব্যের সেবন কি কখনও পরিমিত বলা যাইতে পারে?

না। মন্দ বা অপকারী জিনিষের পরিমিত ব্যবহার কখনই হইতে পারে না; ঐ সকল ব্যবহার করাই অমিতাচার।

৩।—তবে মিতাচার কি ?

ভাল জিনিষের পরিমিত ব্যবহারকে মিতাচার বলি।

৪।—তবে যাহাকে পরিমিত সুরাপান বলে, তাহা কি মন্দ ?

হাঁ, মন্দ বটে। অল্প পরিমাণেও মাদক দ্রব্য নিয়মিত রূপে সেবন করিলে মস্তিষ্ক খারাপ করিয়া ফেলে, সুতরাং মন বিকৃত হয়।

৫।—মাদক দ্রব্য অধিক পরিমাণে খাইলে যে অপকার হয়, অল্প পরিমাণে খাইলেও কি সেই অপকার হইয়া থাকে ?

অপকার সেই হয় বটে, তবে বেশি আর কম।

৬।—পরিমিত রূপে মাদক দ্রব্য সেবন করিলে মানুষের কোন্ শক্তির আগে হানি হয় ?

সর্ব্ব প্রধান শক্তির—অর্থাৎ মনের অতি উৎকৃষ্ট শক্তির হানি হয়।

৭।—এই সর্ব্বপ্রধান শক্তি কি কি ?

বিচার শক্তি ও ইচ্ছা করিবার শক্তি।

৮।—কেমন করিয়া এ দুইটীর হানি হয় ?

এই দুইটী ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর মাতালের যেমন হাত পা অবশ হইয়া যায়, পরিমিত

সেবনকারির মনের চিন্তা ও ভাব সকল তেমনি ক্রমে অবশ হইয়া যায়।

৯।—এই রূপে আত্মহারা হইলে মানুষের কি অনিষ্ট হয়?

সে এমন কাজ করে, ও কথা বলে ও এমন চিন্তা করে যে, নেশা না করিলে তেমন চিন্তাও করিত না, তেমন কাজও করিত না, তেমন কথাও মুখে আনিত না।

১০।—মনের চিন্তা, মুখের কথা ও হাতের কার্য্য দমনে রাখিবার জন্য কি ঈশ্বরের কাছে আমরা দায়ী?

হাঁ, দায়ী; আমাদের যত দূর সাধ্য, তত দূর দমনে রাখিবার জন্য আমরা দায়ী।

১১।—মনে কর, যদি অতি অল্প পরিমাণেও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহাতে পাপ হয় কেমন করিয়া?

ইচ্ছা পূর্ব্বক মুখের কথা ও হাতের কার্য্য আমাদের শক্তির অবশ হইতে দেওয়াতে পাপ হয়।

১২।—মাদক দ্রব্য পরিমিত রূপে পান করার বিষয়ে বাইবেলে কি বলে?

হিতো ২০; ১। দ্রাক্ষারস নিন্দক ও সুরা কলহ-কারিণী; যে কেহ তাহাতে রত হয়, সে জ্ঞানবান নয়।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—নিক্তি, এক পুরিয়া ময়দা, কতকগুলি পুস্তক, এক শিশি আল্‌কোহল, আর একটু আফিং, ও গাঁজা, এবং খড়িমাটী ও কাল বোর্ড।

নিক্তি দেখাইয়া ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, এ প্রকার নিক্তি কোথায় দেখিয়াছ, এবং ইহাতে কি ওজন হইতে দেখিয়াছ? পরে হয় শিক্ষক, না হয় ছাত্রেরা কেহ পুরিয়া গুলি ওজন করিবেক। তখন বলিবে, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতরে এক একটা কলের নিক্তি আছে, তাহা কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রতিদিন সে নিক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহাতে ওজন ও মাপ দুইই হয়। তাহাতে কেবল জিনিষের ওজন হয় না, মুখের কথা, মনের ভাব, এবং হাতের কার্য্য মাপ হয়।

এক্ষণে ছেলেদিগকে কথা ও কার্য্য ওজন করিতে দেও। বোর্ডে লিখ "চুরি," এক্ষণে এই কথাটী মাপ করিতে অর্থাৎ বিচার করিয়া উহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে বল। পরে "প্রার্থনা," এই কথাটী লিখ, এবং পূর্ব্বোক্ত রূপে মাপ করিতে বল। এই রূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাও। পরে এই ওজন ও মাপ করিবার কলের নাম বলিয়া দেও,

এটীর নাম বিচার-শক্তি। বুঝাইয়া দেও যে, এই রূপ নিক্তি ঈশ্বর সকলকেই দিয়াছেন।

নিক্তি বাহির করিয়া তাহাতে খানিকটা ময়দা রাখ, অনন্তর ময়দা তুলিয়া লও। ছেলেদিগকে দেখাইয়া দেও যে, নিক্তিতে খানিকটা ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। পরে জিজ্ঞাসা কর, এই রূপে সব জিনিষ পাল্লায় লাগিয়া থাকিলে, সেই পাল্লায় যদি ক্রমাগত জিনিষ ওজন করা যায়,তবে কি হয়? কোন দোকানদার যদি পাল্লা না ধুইয়া তাহাতে জিনিষ ওজন করিয়া বিক্রয় করে, তবে সে খরিদারকে ঠকায়—জিনিষ কম দেয়।

আল্‌কোহল ও আফিং ইত্যাদি দেখাইয়া বল যে, এই সকল মাদক দ্রব্যের ব্যবহার করিলে আমাদের বিচার-শক্তি বিফল হইয়া যায়; পাল্লায় নানা জিনিষ লাগিয়া থাকিলে যেমন ঠিক ওজন হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুন; মানুষ মাতাল হইলে বাড়ী যাওয়ার পথ ভুলিয়া যায়, সোজা হইয়া চলিতে পারে না, রাস্তার ধারের গাছটাকে মানুষ মনে করিয়া কখনও কখনও সেটার সঙ্গে কথা বলে; আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে চিনিতে পারে না। অনেকে মাতাল হইয়া স্ত্রী পুত্রকে মারিয়া ফেলে। ঘরে একটীও সাপ নাই, অথচ ঘরময় সাপ বলিয়া ভয়ে জড়সড় হয়।

আবার ময়দা সমেত দাঁড়িপাল্লা দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা কর,

একটুখানি ময়দার গুঁড়া পাল্লায় লাগিয়া থাকিলেও ওজন একটু বেঠিক হইবে কি না। বলিবে যে, তাহা হইবে। এই বার বুঝাইয়া দেও যে, এক বিন্দু আল্‌কোহল বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য প্রতিদিন খাইলে, বা মাঝে মাঝে খাইলে বিচার-শক্তি কমিয়া যায়।

বেশ করিয়া এইটী বুঝাইয়া দেও যে, যাহাতে ঈশ্বরদত্ত শক্তি দুর্ব্বল বা নষ্ট হয়, এমন কোন কাজ করাই পাপ।

---

১৮ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—মহাযুদ্ধ।

বচন-রত্ন।—"অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।" যাকোব ৪ ; ৭।

১।—এই জগতে কোন্ দুইটী শক্তির নিয়ত যুদ্ধ চলিতেছে?

ভাল ও মন্দ শক্তির।

২।—কে আমাদের সকলের অপেক্ষা প্রধান শত্রু?

শয়তান; সে মন্দ শক্তিকে চালায়।

৩।—তাহার এক জন খুব বলবান সঙ্গীর নাম কি?

আল্‌কোহল।

৪।—কি আকারে এই শত্রু মানুষের কাছে আইসে ?

মদ, তাড়ি, সুরা, ব্রাণ্ডি, বিয়ার ইত্যাদি আকারে।

৫।—শয়তানের কি আর কোন সঙ্গী আছে ?

আছে বৈ কি—আফিং, গাঁজা, সিদ্ধি ইত্যাদি।

৬।—এ সকলের যোগে শয়তানের মন্দ কার্য্য করিতে এত সুবিধা হয় কেন ?

কেননা, আমরা যদি এই সকলকে আমল দি, তাহা হইলে ইহারা আমাদের ভাল বিষয়ের জ্ঞান, ভালর প্রতি অনুরাগ, এবং ভাল কার্য্য করিবার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে।

৭।—এই সকলে কি ইহা অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট হইতে পারে ?

পারে বৈ কি ?—ক্রমশঃ এ সকল দমন করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

৮।—ভাল মানুষেরা না কখন কখনও এই সকল জিনিষ অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন ?

মন্দ মানুষে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যে ফল হয়, ভাল মানুষে লঙ্ঘন করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে।

৯।—ভাল মানুষদিগকেও ঈশ্বরের বাক্যে এই সকল জিনিষ ব্যবহার করিতে কি বারণ করা হয় নাই?

আমাদের মতে বারণ করা হইয়াছে। আর ঈশ্বরের যে ব্যবস্থা আমাদের দেহে লেখা আছে, তাহাতেও নিশ্চয়ই বারণ আছে। কিন্তু এই সকল জিনিষ ভারী প্রবঞ্চক; মানুষকে এমন ভুলায় যে মানুষে এইগুলিকে শত্রু মনে করে না, মিত্র মনে করে।

১০।—ভাল মানুষে যদি এই সকল জিনিষকে আমল দেয়, তাহা হইলে এই মহাযুদ্ধে কোন্ পক্ষের সাহায্য করা হয়?

শয়তানের পক্ষে সাহায্য করা হয়, ঈশ্বরের পক্ষে নহে।

১১।—কি প্রকার সৈন্য হাত করিবার জন্য শয়তান অত্যন্ত শ্রম করিয়া থাকে, আর কেনই বা করে?

যাহারা উত্তম সেনাপতি খ্রীষ্টের সৈন্য, তাহাদিগকে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে, কারণ শয়তানের নিজের সেনারা খ্রীষ্টের সেনাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া ভাল মানুষদিগকে কুপথে লইয়া যাইতে পারে।

১২।—এই সকল মাদক দ্রব্য যাহারা এক বারে স্পর্শ করে না, তাহারা এই মহাযুদ্ধের কোন্ পক্ষে ?

ঈশ্বরের পক্ষে।

১৩।—কেন ?

কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—হরিদ্রা, লাল, নীল, এবং শাদা খড়িমাটী, কালো বোর্ড, একখানি বাইবেল, এক শিশি আল্‌কোহল, খানিকটা আফিং ও গাঁজা।

নীলবর্ণের খড়ি দিয়া বোর্ডের বাম দিকে উপর হইতে নীচের দিকে তিন তিনটী সারি বাঁধিয়া কতকগুলি স লিখ; আবার ডাইন দিকে ঐ রূপ সারি বাঁধিয়া হরিদ্রা খড়িতে লিখ। ছেলেদিগকে, ঐ স গুলিকে পরস্পর যুদ্ধ করিতে উদ্যত সৈন্য কল্পনা করিয়া লইতে বল। পরে বল যে, প্রতিদিন, সকল স্থানেই ঈশ্বরের পক্ষীয় ও শয়তানের পক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে।

অনন্তর বাম দিকের স গুলির পাশে "ঈশ্বর" এই কথাটী, এবং ডাইন দিকের স গুলির পাশে "শয়তান," এই কথাটী

লিখ। কে এই জগতের কর্ত্তা হইবে, ঈশ্বর, কি শয়তান, এই বিষয় লইয়া যুদ্ধ। জিজ্ঞাসা কর, তাহারা কখনও লড়াই দেখিয়াছে কি না; মনে করাইয়া দিবে, তাহারা যে সকল লড়াই দেখিয়াছে, সে কেবল দুষ্ট ও রাগী লোকের লড়াই।

বলিয়া দেও যে, তাহারা ঈশ্বরের পক্ষীয় ও শয়তানের পক্ষীয়দিগের যুদ্ধও অবশ্য দেখিয়াছে; কিন্তু তাহা যুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় নাই, কারণ লাঠি, সোটা, ও তলোয়ার বন্দুক চালাইতে দেখে নাই। বাইবেল হাতে করিয়া তুলিয়া বল যে, ইহা তলোয়ার বিশেষ; ঈশ্বরের লোকেরা যুদ্ধে এই তলোয়ারের ব্যবহার করে, যখনই তাহারা এই পুস্তক পাঠ করে, বা ইহা হইতে লোকদিগের কাছে প্রচার করে, তখনই ঈশ্বরের পক্ষে তাহাদের শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়।

এক্ষণে শিক্ষক ডান দিকের উপর একটী বড় স লাল খড়িতে লিখিয়া, ছেলেদিগকে বলিবে যে, এই স দ্বারা শয়তানের একটী সর্ব্বপ্রধান সাহায্যকারী বুঝায়, সে স্বীয় প্রভু শয়তানের পক্ষে বিস্তর কাজ করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি লাথি বা কিল মারিয়া যুদ্ধ করে না, কিন্তু মিষ্ট মিথ্যা কথা কহিয়া স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করে। তাহার মিথ্যা কথা এই রূপ, "দুর্ব্বল হইলে আমি তোমাকে সবল করিব," কিম্বা "তোমার পীড়া

আরোগ্য করিব,” কিম্বা “আমি তোমাকে দুঃখের সময়ে সুখী করিব।” এই প্রকার কথা বলিয়া সে লোকদিগকে ভুলায়, লোকেও মিষ্ট কথায় ভুলিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া অবশেষে অধঃপাতে যায়। এই বার আল্‌কোহল, আফিং, গাঁজা ইত্যাদি দেখাইয়া ছেলেদিগকে বল যে, ইহারা শয়-তানের বন্ধু, তাহার উদ্দেশ্য সাধনে ইহারা সাহায্য করে।

তাহারা যে সকল মাদক দ্রব্যের নাম জানে, সে সকলের উল্লেখ করিতে বল। পরে বল যে, এ সকলই শয়তানের সাহায্যকারী সেনা।

এক্ষণে শাদা খড়ি দিয়া বাম দিকের উপর একটা বড় স লিখিয়া বল যে, ইহা ঈশ্বরের পক্ষীয় এক সর্ব্বপ্রধান সাহায্যকারী সৈন্যের ছবি, ঈশ্বরের শত্রুর সঙ্গে ইহা যুদ্ধ করে। ইহার নাম “মাদক দ্রব্য কখনই স্পর্শ করিব না,” ইহাকে কখনও কখনও “সুরাত্যাগ” বলে। এই সাহায্য-কারী কখনও লোককে প্রবঞ্চনা করে না; এ লোককে বল, স্বাস্থ্য, ও সুখ দিবার প্রতিজ্ঞা করে, এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াও থাকে। মনে যদি পড়ে, এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বলিয়া দেও।

---

১৯ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—আত্মসংযম।

বচন-রত্ন।—"নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি।"
১ করি ৯; ২৭।

চিন্তা-রত্ন।—"কি আশ্চর্য্য, মানুষে শত্রুকে মুখের মধ্যে দেয়, আর সে বুদ্ধি হরণ করে।" শেক্ষপীয়র।

১।—আত্ম-দমন কি?

দেহ ও মনের শক্তি সকল আমাদের আজ্ঞাবহ করিয়া রাখা।

২।—যাহার পূরা আত্মদমন করিবার ক্ষমতা আছে, সে কি কি করিতে পারে?

সে আপনার শরীরের সমস্ত অঙ্গ মঙ্গলকর রূপে চালনা করিতে পারে। তাহার মন সত্যটীর মর্ম্ম বুঝিতে পারে, তাহার বিচারশক্তি ও সংবেদ তাহার কোন কাজটী করা উচিত কি অনুচিত, তাহা স্থির করে, এবং তাহার ইচ্ছা তাহা কার্য্যে পরিণত করে।

৩।—আপনাকে দমন করিবার এতটা শক্তি থাকা কি ভাল?

হা, ভাল। আমরা যেরূপ হইলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, কেবল আত্মদমন করিলেই সেইরূপ হইতে পারি।

৪।—এই ভাবে আত্মদমন করিয়া উঠা কি আমাদের সাধ্য?

ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাধ্য বটে।

৫।—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ত চাইই, তাহার পরে আত্ম-দমনের জন্য আর কি আবশ্যক?

কখনও মনোবৃত্তি সকলকে অনাজ্ঞাবহ হইতে দিতে নাই; যেরূপে সে সকলের চালনা করা ঈশ্বরের অভিপ্রায়, সেই রূপে চালনা করিতে হইবে।

৬।—শারীরিক খুব বললাভ করিতে হইলে কি আবশ্যক?

প্রত্যেক মাংসপেশী, যতদূর সম্ভব, চালনা করিবে, এবং যাহাতে মাংসপেশী ও স্নায়ু দুর্ব্বল হয়, তেমন জিনিষ স্পর্শ করিতে নাই।

৭।—মনোবৃত্তি সকলকে স্ববশে রাখিতে হইলেও কি ঐ একই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়?

হাঁ, চলিতে হয়। নহিলে কখনও পূরা আত্মদমন লাভ হয় না।

৮।—মাদক দ্রব্য সেবনে কি আত্মদমন লাভের সুবিধা হয়?

না। মাদক সেবন করিলে মনের শক্তির রীতিমত চালনা হইতে পারে না; আর আগেই যেমন বলিয়াছি, তাহাতে করিয়া ঐ সকল শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

৯।—কিন্তু একটু একটু তাড়ি, মদ, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি খাইলেও কি তাই হয়?

হাঁ। যে কোন প্রকার চোঁয়ান মদ, এবং গাঁজা গুলি ইত্যাদি মাদক দ্রব্য যত কেন অল্প পরিমাণে খাও না, তাহাতেই আত্মদমন ক্ষমতা লাভের বাধা ঘটাইবে।

১০।—এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম কি?

"দুর্জ্জনদের মার্গে প্রবেশ করিও না; তাহা হইতে বিমুখ হইয়া অগ্রসর হও। তাহা ছাড়, তাহার নিকট দিয়া যাইও না; তাহা হইতে বিমুখ হইয়া অগ্রসর হও।"

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ—এক শিশি আল্‌কোহল, খানিকটা গাঁজা, আফিং এবং খড়িমাটী ও কাল বোর্ড।

অন্যান্য দেশে ও কখন কখনও কলিকাতায় কেমন করিয়া ছয় ঘোড়ার গাড়ি চলে, শিক্ষক ছেলেদিগকে তাহা বলিবেন। কোচ্‌মান কেমন করিয়া এতগুলি ঘোড়াকে বশে রাখে, তাহা বুঝাইয়া দিবেন। অনন্তর বলিবে, তোমরাও ঠিক ঐ কোচ্‌মানের মতন; তোমাদের এক এক জনকে ছয় ছয়টা ঘোড়া চালাইতে হয়। তোমাদের ঘোড়ার কি রং বলিতে পারি না, কারণ সে গুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাম বলিতে পারি।

অনন্তর বলিবে যে, দেখ, ঈশ্বর তোমাদিগকে এই ছয়টী ঘোড়া দিয়াছেন, কেহ কাড়িয়া নিতে পারে না! যদিও এ গুলি সত্য সত্য ঘোড়া নহে, তথাপি তোমরা কিন্তু কোচ্‌মান বট। ঘোড়াগুলির নাম বলি শুন, যার যার দেহ তোমাদের এক একটী ঘোড়া। যখন রাগ হয়, তখন এ ঘোড়া হাত পা ছুড়িয়া লাথি কিল মারিতে থাকে, তখন থামানো কি কঠিন কথা জান ত? আবার চুরি করা, মিথ্যা বলা হইতে এ ঘোড়াকে অনেক সময়ে আট্‌কাইয়া রাখা দায় হয়।

এক্ষণে বোর্ডে "শরীর" কথাটী লিখ। লিখিয়া বলিবে, দেখ, এইটী তোমাদের প্রথম ঘোড়া। তোমার মন আর একটী ঘোড়া। যখন খেলা করিতে মন চায়, তখন পড়ায় মন দেওয়া কি কঠিন ব্যাপার, ভাবিয়া দেখ! এক্ষণে বোর্ডে "মন," এই কথাটী লিখ।

আর একটী ছোট ঘোড়া আছে, সেটীর নাম "স্মৃতি-শক্তি।" মা বাপের কথা একটী মেয়ের মনে থাকিত না। যে স্মৃতিশক্তিকে "ভোলা" বলিত। বোর্ডে "স্মৃতিশক্তি" লিখ।

এক্ষণে লেখ "বিচারশক্তি," এবং ছেলেদিগকে বল যে, এটী তোমার চতুর্থ বা চেরের নম্বর ঘোড়ার নাম; এটীকে সোজা রাখা বড় কঠিন ব্যাপার। এ ঘোড়ার নজর কেবল আশে পাশে; তোমার কাণে সদাই বলিয়া দেয়, অন্য কোন পথ বুঝি আরও ভাল হইবে। সৎসঙ্গে বেড়াইলে তোমার পাঁচের নম্বর ঘোড়া তোমাকে বেশি বিরক্ত করিবে না; কিন্তু যদি কুসঙ্গে যাও, নিশ্চয় সে তোমায় ভারী জ্বালা-তন করিবে। তাহার নাম "সংবেদ।" এই বলিয়া বোর্ডে "সংবেদ" কথাটী লিখ।

এই বার ছয়ের নম্বর ঘোড়ার নাম। এটার নাম "ইচ্ছা।" ছেলেদিগকে বলিয়া দেও যে, ছয় ঘোড়ার গাড়ীর সকলের আগে যে ঘোড়াটী যায়, সেটাকে "সর্দ্দার" ঘোড়া বলে,

তোমাদেরও ছয় ঘোড়ার মধ্যে "ইচ্ছা" সকলের সর্দার। কারণ কোথায় যাইতে হইবে, না হইবে, ইচ্ছাই আর সকল ঘোড়াকে তাহা বলিয়া দেয়।

তোমার কি ইচ্ছা হয় যে, ঘোড়াগুলি সকলেই ঠিক পথে চলে? তা যদি বল, তবে আত্মদমন আবশ্যক।

কখনও তোমরা পলাতক ঘোড়া দেখিয়াছ? চালকের ভুল ভ্রান্তিতে বা কোন কারণে ঘোড়া যদি তাহার অবশ হয়, তাহা হইলে প্রায়ই ঘোড়া ছুটিয়া পলায়।

এই বার আল্‌কোহল, গাঁজা ও আফিং দেখাইয়া বল যে, এই সকল জিনিষ যাহারা খায়, তাহাদের আত্মদমন করিবার শক্তি থাকে না, সুতরাং গোল বাধে।—হয় ত শরীরে আঘাত লাগে, না হয় ত মনে নানা কুচিন্তা উপস্থিত হয়, স্মৃতিশক্তি ঘুমাইয়া পড়ে, বিচারশক্তি অন্যায় পথে যায়, সংবেদ ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না। ইচ্ছাও আর সর্দারী করিতে পারে না।

---

২০ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—সত্যপরায়ণতা।

বচনরত্ন।—"তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত।

তুমি গূঢ় স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে।"

গীত ৫১ ; ৬।

চিন্তারত্ন।—কি জটিল জাল লোকে করয়ে বিস্তার,

বঞ্চনা করিতে অন্যে চেষ্টা করে যবে।

১।—মানুষের পক্ষে কোন্ গুণটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ?

সত্যপরায়ণতা।

২।—কেন এ গুণটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ?

কারণ এ গুণটী না থাকিলে মনুষ্য-সমাজ টিকিতে পারে না। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিবে না। কোন কারবার চলিবে না।

৩।—মানুষের স্বভাব চরিত্রের পক্ষেও কি সত্যপরায়ণতার বিশেষ দরকার ?

সত্যপরায়ণতাই স্বভাব চরিত্রের ভিত্তিমূল।

৪।—অসত্যপরায়ণতা কিসের ফল ?

মন্দের ফল। শয়তানকে মিথ্যার জনক বলা যায়।

৫।—সত্য কি?

যাহা ঘটিয়াছে, ঠিক তাহাই বলিলে সত্য বলা হয়।

৬।—কি করিলে সর্ব্বদাই সত্য বলা হয়?

ঘটনাগুলি যেমন বুঝি, তেমনি বলিয়া গেলে।

৭।—সচরাচর কি প্রলোভনে পড়িয়া লোকে মিথ্যা বলে?

কোন মন্দ কাজ ঢাকিবার জন্যে।

৮।—মাদক দ্রব্য খাওয়ার সহিত অসত্যপরায়ণতার কোন সম্বন্ধ আছে কি?

যাহারা মাদক দ্রব্য খায়, তাহারা সে কথাটা গোপন করিতে বড় ব্যস্ত; খাইয়াও বলে খাই না। কারণ তাহারা জানে, প্রকাশ পাইলে লোকে অনাদর করিবে এবং আত্মীয় জনের মনে কষ্ট হইবে।

৯।—যাহারা মাদক দ্রব্য খায়, তাহাদের কি অন্য লোক অপেক্ষা দিন দিন বেশী মিথ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা?

বড় বড় ডাক্তার বলিয়াছেন যে, মাদক দ্রব্য খাইলে লোক প্রায় নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে; শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, সত্যপরায়ণতা গুণটী একবারে হারাইয়া ফেলে।

১০।—মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস কি সকল অভ্যাসের চেয়ে বেশী অনিষ্টকর নহে?

বেশী অনিষ্টকর বটে। কারণ ইহাতে স্বভাবচরিত্রের মূল নষ্ট করিয়া ফেলে।

১১।—সত্যপরায়ণ হইতে কোথায় সাহায্য পাওয়া যায়?

সত্যময় ঈশ্বরের কাছে, আর তাঁহার বাক্য বাইবেলে।—"তোমার বাক্যই সত্য।"

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ। রাজমিস্ত্রীর ওলন, বা[illegible] কাল বোর্ড ও খড়িমাটী।

ওলন দেখাইয়া শিক্ষক ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কি প্রকার কারিকরকে এই প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছ? কেমন করিয়া ওলন দিয়া রাজমিস্ত্রীরা সরল রেখা ঠিক করিয়া লয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়া বলিবে যে, দেওয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিলে মিস্ত্রীরা ওলন ধরিয়া বার বার দেখে, দেওয়াল ঠিক সোজা উঠিতেছে কি না। যদি দেখিতে পায় যে, সোজা উঠে নাই, সম্মুখের বা পশ্চাতের দিকে হেলিয়াছে, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পুনরায়

গাঁথিতে আরম্ভ করে। দেওয়াল সোজা উঠিলে গোরা মিস্ত্রীরা সোজা বলে না, True অর্থাৎ "সত্য" বলে। ছেলেদিগকে দিয়া বলাও যে, দেওয়াল যখন ঠিক ওলন সই হয়, তখন সেটী "সত্য।" বোর্ডে সোজা ও বাঁকা দেওয়াল আঁকিয়া ওলন ধরিয়া দেখাও।

ছেলেদিগকে মনে করাইয়া দেও যে দুই প্রকার কথা বলা যায়।—এক প্রকার মিথ্যা, অন্য প্রকার সত্য। জিজ্ঞাসা কর, ইহার কোন্‌টী সোজা দেওয়ালের মত? ছেলেরা নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিবে। ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ কথাটী বলা উচিত, ওলন ধরিয়া তাহা ঠিক করিতে পারে কি না? তাহাতে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, রাজ-মিস্ত্রীর ওলন ধরিয়া কোন কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। এই বার ছেলেদিগকে বল যে, বোর্ডে আর একটী ওলনের ছবি আঁকা আছে; ঐ ওলন ধরিয়া আমাদের নিজেদের কথা এবং অন্য লোকে যাহা বলে, তাহা মাপ করি। এক্ষণে শিক্ষক উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত, ওলনের সুতার স্থলে, "তোমার বাক্যই সত্য," এই কথা কটী লিখিবেন। ওলনের সীসা টুকরার স্থলে একটী চক্র আঁকিয়া মধ্যস্থলে "প্রকৃত ঘটনা" লিখ। ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেও যে, কোন বিষয়ে আমরা যাহা জানি, তাহাই প্রকৃত ঘটনা।

আর ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলে শিক্ষা পাই যে, যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহাই বলা উচিত। এক্ষণে শিক্ষক ছেলেদিগকে মিথ্যা বলার ও সত্যবাদিতার দুই একটী দৃষ্টান্ত বলিবে, এবং প্রকৃত ঘটনাও সত্যরূপ ওলন ধরিয়া মাপিয়া দেখিতে বলিবে।

আবার রাজমিস্ত্রীর ওলন দেখাইয়া বলিবে, মনে কর, কোন মিস্ত্রী নেশার ঝোঁকে এক প্রাচীর গাঁথিয়াছে, তোমরা সেইটী ওলন ধরিয়া মাপিতেছ। তাহারা হয় ত বলিবে, এ দেওয়াল তবে বাঁকা হইবে। কারণ এমন অবস্থায় লোকে কখনও দেওয়াল ঠিক করিয়া গাঁথিতে পারে না। যে জন বদ্ধ নেশাখোর, সোজা দেওয়াল গাঁথিবার শক্তি যেমন তাহার থাকে না. তেমনি প্রকৃত ঘটনা যথাযথ বলিবার শক্তিও তাহার থাকে না। প্রথমতঃ সে টাকা কিসে খরচ করিল, না করিল, বেশি রাত্রি কোথায় ছিল, না ছিল, সেই বিষয়ে মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করে; কারণ সে যে গাঁজা, মদ, বা আফিং প্রভৃতি কোন মাদক দ্রব্য খায়, এ কথা আত্মীয় সজনকে জানাইতে চাহে না, জানিলে তাহারা অনাদর করিবে। তাহার পরে মদ গাঁজা ইত্যাদি কিনিবার জন্য টাকার দরকার হইলে, সে মিথ্যা কথা কহে। শেষে সে টের পায় যে, সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলা সহজ। অবশেষে সত্য মিথ্যা বিচার না

করিয়া, যে কথা বলিলে কার্য্য উদ্ধার হয়, সেই কথাই বলে ভাবিয়াও দেখে না যে, কথাটা সত্য কি মিথ্যা।

ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নেশাকর জিনিষ খাইয়া সত্য বলিবার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলা অন্যায় কেন? বাইবেল খুলিয়া বচনরত্ন (গীত ৫১; ৬) পড়িয়া শুনাইলে উত্তর করা সহজ হইবে।

---

২১ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—প্রেম।

বচনরত্ন।—"প্রেম প্রতিবাসীর অনিষ্টসাধন করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।" রোম ১৩; ১০।

১।—সত্যপরায়ণতা যদি স্বভাবচরিত্রের ভিত্তিমূল (ভিত) হইল, তবে দেওয়াল ছাদ ইত্যাদি কি?

প্রেম।

২।—এ কথা সত্য কেন?

কারণ আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন আমাদিগকে তাঁহার মত হইতে হইবে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।

৩।—কে শিখাইয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ?

যীশু।

৪।—কোন্ জিনিষটী লোকে কোন মতে হারাইতে চাহে না?

যাহা তাহারা খুব বেশী ভাল বাসে।

৫।—আমরা সকল চেয়ে কোন্‌টী বেশী ভাল বাসি?

নিজ নিজ জীবন।

৬।—ইহা কি খ্রীষ্টের মত কাজ হইল?

না; তিনি আমাদের উদ্ধার করণার্থ নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন।

৭।—কেন প্রাণ দিয়াছিলেন?

কারণ তিনি আমাদিগকে বড়ই ভাল বাসিতেন।

৮।—আমরা যাহা ভাল বাসি, অন্যের মঙ্গলের জন্য কি তাহা ত্যাগ করা উচিত?

অন্যকে আমাদের এত ভাল বাসা উচিত যে, তাহাদের যাহাতে অনিষ্ট হয়, এমন সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে।

৯।—আমরা যদি মদ গাঁজা খাই, তাহাতে কি আমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কাহারও অপকার হয়?

হাঁ, হইবে। আমাদের দেখা দেখি, মদ গাঁজা বা আর কোন নেশাকর জিনিষ খাইতে আরম্ভ করিলে অন্যের দেহ আত্মা উভয়ের অপকার হইবে।

১০।—তবে কি নেশাকর জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া, অন্যের মঙ্গলার্থ অঙ্গীকারপত্রে সহি করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

অন্য লোককে যদি প্রাণের সহিত প্রেম কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

১১।—নেশা খাইলে কি অপর লোককে প্রেম করিবার সুবিধা হয়?

না; নেশা করিলে অন্যের বিষয় ভুলিয়া যাই, কেবল নিজের বিষয়েই ব্যস্ত থাকিতে হয়।

১২।—কেমন করিয়া জানিলে?

কেননা যে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় আপন ছেলে মেয়েদিগকে প্রাণের মত ভাল বাসে, সে নেশার ঝোঁকে তাহাদিগকে মারে ধরে, এমন কি, খুন করে পর্য্যন্ত।

১৩।—নেশা করিলে কি ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালনের বিষয়ে সুবিধা হয়?

না। নেশা করিলে প্রতিবাসীর ক্রমাগত অমঙ্গল করা হয়, সুতরাং কোন মতে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করিতে পারা যায় না।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

শিক্ষক বোর্ডে একটী ঢাল আঁকিবেন। কি কি দিয়া (লোহা, পিত্তল, সোণা এবং পশুর চর্ম্ম) ঢাল তৈয়ার হইয়া থাকে ও যুদ্ধক্ষেত্রে ঢালের কিরূপ ব্যবহার হয়, বলিয়া দিয়া, ঢালের ছবির উপরে লেখ।

প্রেম

ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের প্রতি

এমন ঢালে কিরূপে বিপদে রক্ষা হয়, ছেলেদের মনে এই বিষয়ে কৌতুহল জন্মাইয়া দিবে। ঢালের পিছন দিকে দশ আজ্ঞার দুইখানি প্রস্তর-ফলকের ছবি আঁক, ছেলেদিগকে দশ আজ্ঞা আওড়াইতে বল। মুখস্থ বলিতে না পারে, বাইবেল হইতে পড় (যাত্রা ২০ অ)। আর ছেলেরা প্রত্যেক কথা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যাউক।

ঈশ্বরের প্রতি ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম ঢাল স্বরূপ, এবং এই ঢাল কিরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা অভঙ্গ রাখে, তাহা বুঝাইয়া দেও। যথা, যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহার অন্তঃকরণরূপ সিংহাসনে সে প্রথম হইতে কোন কাহাকে বসিতে বা কোন কিছুকে ঠাঁই দিবে না; এই রূপে সে প্রথম আজ্ঞা পালন করিবে। দ্বিতীয় আজ্ঞাও সে পালন করিবে। যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে ঈশ্বরের বিষয়ে কঠিন কথা

মুখে আনিবে না। তাহাতে "তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অলীক ভাবে লইও না," এই আজ্ঞা পালন করিবে। যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে বিশ্রামবারে ঈশ্বরের সেবা না করিয়া, আমোদ প্রমোদ করিবে না।

"তুমি বিশ্রাম-দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও," তাহাতে তাহার এই আজ্ঞা পালন করা হইবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম রূপ ঢালের দ্বারা এই প্রকার কার্য্য হয়।

"মনুষ্যের প্রতি প্রেম" থাকিলে কিরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা অভঙ্গ থাকে? ছেলেদিগকে মনে করাইয়া দেও যে, তাহারা যাহাকে বেশী ভাল বাসে, তাহাকেই বেশী আদর যত্ন করে; সুতরাং তাহারা যদি মাতা পিতাকে বাস্তবিকই প্রেম করে, তাহা হইলে, "তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সম্ভ্রম করিও," এই আজ্ঞা পালন করিবে।

যে ছেলেদের মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় বন্ধু আছে, তাহাদিগকে হাত তুলিতে বল। দুই তিন জনে বলুক, তাহারা এই সকলের বিষয়ে কি ভাবে। জিজ্ঞাসা কর, যাহাদের প্রেম কর, তাহাদের কাহাকেও কি মারিয়া ফেলিতে মন চায়? তাহারা অবশ্য বলিবে, কখনও না। এই রূপে শিক্ষা দেও যে, "তুমি নরহত্যা করিও না," আত্মীয় জনকে যথার্থ প্রেম করিলে এই আজ্ঞা তোমাদের পালন করা হইবে।

"তুমি ব্যভিচার করিও না," ছেলেদিগকে বল, তোমরা বড় হইলে টের পাইবে যে, প্রেম থাকিলে এ আজ্ঞাও লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা যেমন ভাল ভাল জিনিষ ভোগ করিয়া থাক, আর কাহাদিগকে এই প্রকার জিনিষ ভোগ করিতে দেখিলে তোমাদের আনন্দ হয়? তাহারা নিশ্চয় বলিবে, "যাহাদের খুব প্রেম করি।" প্রেম থাকিলে, "লোভ করিও না," "চুরি করিও না" ইত্যাদি আজ্ঞাও পালিত হইবে, কারণ তোমরা যাহাকে প্রেম কর, তাহার কোন জিনিষে তোমাদের লোভ হইবে না, তাহা চুরি করিতেও ইচ্ছা হইবে না।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর, অন্যের বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, এমন কোন লোককে তাহারা চিনে কি না। লোকে কাহার নামে মিথ্যা বলে?—যাহাকে ভাল বাসে, বা যাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না? তবে প্রেম থাকিলে আমরা কোন্ আজ্ঞাটী পালন করিব? এইবার শিক্ষক প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া বিষয়ক আজ্ঞাটী পাঠ করিবে।

এইবার শিক্ষক একটু জোর করিয়া বলিবে, অতএব বুঝিয়া দেখ, প্রেম একটী ঢাল স্বরূপ—ইহা দ্বারা ঈশ্বরের সমগ্র ব্যবস্থা অভঙ্গ থাকে।

আবার সিপাহিদের ঢালের কথা ভুলিয়া বল যে, কখনও কখনও তীর ঢাল ভেদ করিয়া গিয়া সিপাহিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে শিক্ষক এমন করিয়া একটী তীর আঁকিবে, যাহা ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রেমরূপ ঢাল ভেদ করিয়া, ঈশ্বরের ব্যবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই যে তীর প্রেম ভেদ করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া থাকে, এ তীর কি, জানিতে চাও কি? এ তীর "মদ গাঁজা" ইত্যাদি মাদক দ্রব্য। এই কথা গুলি তীরের গায়ে লিখিয়া দেও। প্রেম নষ্ট হইলে ঈশ্বরের ব্যবস্থা কিরূপে লঙ্ঘন হয়, শিক্ষক সে বিষয়ে দুই একটী দৃষ্টান্ত বলিবে। যাদব ঈশ্বরকে প্রেম করিত না। সে টাকা এত ভাল বাসিত যে, ধনই তাহার ঈশ্বর ছিল; টাকার লোভে পবিত্র বিশ্রামবারেও পরিশ্রম করিত। কারিকরেরা তাড়া তাড়ি কাজ না করিলে সে গালা গালি দিত। তাহাতে সে প্রথম চারিটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত। কোন যুবক মাদক দ্রব্য খাইত। সে মাতা পিতাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিত, গালি দিত। এক দিন সে পিতাকে ধরিয়া ঠ্যাঙ্গাইয়া মারিতে চেষ্টা করিল। পিতার বাক্স হইতে এক রাশি টাকা চুরি করিল। সে বলিয়া বেড়াইত যে বাবা আমাকে খাটাইয়া মারেন, অথচ একটী পয়সাও দেন না।

বিষাক্ত তীরের বর্ণনা কর। ছেলেদিগকে বল যে মাদক দ্রব্য বিষাক্ত তীর, ইহাতে প্রেম ঘৃণাতে পরিণত হয়; আর যে

হৃদয়ে ঘৃণার বিষ আছে, সে হৃদয় ঈশ্বরের কোন না কোন আজ্ঞা নিশ্চয়ই লঙ্ঘন করিবে।

---

২২ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়—সাহস।

বচনরত্ন।—"তুমি যীশু খ্রীষ্টের উত্তম যোদ্ধার মত আমার সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার কর"। ২ তীম ২ ; ৩।

১।—সাহস কি, বুঝাইয়া দেও দেখি ?

যে গুণ থাকিলে, মানুষ বিপদ ও ক্লেশ দেখিয়া না পলাইয়া, ঐ সকলের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, তাহাকে সাহস বলে।

২।—সাহস কি কেবল এক প্রকার ?

না ; নানা প্রকার। এক প্রকার সাহস আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহি যে সাহসে যুদ্ধ করে ; আর এক প্রকার সাহসের গুণে যা কিছু ঘটুক না কেন, মানুষে ধৈর্য্য ধরিয়া সহে। আর প্রকার সাহসকে সৎক্রিয়া-সাহস বলে, এই সাহসের গুণে, নির্ভয়ে মানুষ উচিত কার্য্য করিতে পারে।

৩।—প্রথম প্রকার সাহসকে কি বলে ?

ইহাকে প্রাকৃতিক বা শারীরিক সাহস বলে।

৪।—দ্বিতীয় প্রকার সাহসকে কি বলে,—প্রাকৃতিক কি সংক্রিয়া সাহস?

উভয়ই নামই দেওয়া যাইতে পারে। শারীরিক কষ্ট সহিতে হইলে প্রাকৃতিক সাহস চাই; কিন্তু কেহ অন্যায় করিলে তাহা যদি ধৈর্য্য ধরিয়া সহিতে হয়, তখন সংক্রিয়া-সাহসের প্রয়োজন।

৫।—কোন সাহসে খুব মারা মারি করিতে পারা যায়,—শারীরিক, কি সংক্রিয়া সাহসে?

মারামারি পশুর কাজ, পশুর কেবল সাজে; কিন্তু শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিলে সিপাহি হইয়া যুদ্ধে যাওয়া সাহসের কর্ম্ম।

৬।—সাহস বাড়াইবার জন্য কি সিপাহিরা মদ, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি খায় না?

খায় বটে, কিন্তু তাহাতে সাহস বাড়ে না।

৭।—তবে নেশা করে কেন?

নেশাতে এমন বিহ্বল হইয়া পড়ে যে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, পশুর মত লড়ে; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বিপদের সম্মুখীন হওয়াই আসল সাহসের কার্য্য।

৮।—শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট সহিবার জন্য কোন কোন লোকে না মদ গাঁজা খায়?

হাঁ, খায়। কিন্তু তাহাতে সাহস নষ্ট হয়। নেশাতে শারীরিক বা মানসিক দুঃখ কষ্ট, বা ভয় দূর হয় না। নেশা করিলে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সংবাদ যাওয়া বন্ধ হয়, সুতরাং দুঃখ কষ্ট নাই ভাবিয়া তাহারা ঠকে; সাহসী ও জয়ী না হইয়া লোকে আরও কাতর হইয়া পড়ে।

৯।—নেশা করিলে কি সৎক্রিয়া-সাহস লাভ হয়?

না; বরং সৎক্রিয়া-সাহস লাভ অসম্ভব করিয়া তুলে। ইহাতে তিনটী বিষয় হয়।

(১) কোন্‌টী উচিৎ, এই জ্ঞান হরণ করে।

(২) উচিত কার্য্য করিবার ইচ্ছাটী নষ্ট করে। সুতরাং

(৩) কষ্টসাধ্য উচিত কার্য্য করিতে যে সাহসের প্রয়োজন, সে সাহসও নষ্ট করে।

১০। তবে খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত কেমন করিয়া ক্লেশভোগ স্বীকার কবিতে (সাহসী হইতে) হইবে?

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, নেশার উপর নির্ভর করিয়া নহে।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—এক শিশি ক্লোরাফর্ম্ম, এক শিশি আল্‌কোহল, দুইটী সৈনিকের ছবি।

ইতিপূর্ব্বে ৯ ম পাঠে শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে যে, স্নায়ু সকল টেলিগ্রাফের তার, মস্তিষ্ককে সংবাদ দেয়। এই বিষয় ছেলেদিগকে আবার বুঝাইয়া দেও। স্নায়ু প্রণালীর ছবিও দেখাইবে।

ক্লোরাফর্ম্মের শিশি দেখাইয়া ছেলেদিগকে উহার গুণের বিষয় বলিবে। ক্লোরাফর্ম্ম শোঁকাইয়া দিলে স্নায়ু গুলি এমন গভীর নিদ্রাগত হয় যে, তোমার যদি একটা দাঁত তুলিয়া ফেলা যায়, বা একটা হাত পা কাটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক কিছুই টের পাইবে না; তাই আমরা বলিয়া থাকি যে, ক্লোরাফর্ম্মে মানুষকে অজ্ঞান করে।

এক্ষণে আল্‌কোহলের শিশি দেখাইয়া বল যে, ক্লোরাফর্ম্মে স্নায়ু গুলিকে নিদ্রাগত করে। কিন্তু আল্‌কোহলে স্নায়ু গুলিকে বিহ্বল করিয়া তুলে, তাহাতে তাহারা মস্তিষ্ককে মিথ্যা সংবাদ জানায়। কোন ব্যক্তি এমন বিপদে পড়িয়াছে যে, তাহার প্রাণ যায়, এমন অবস্থায় আল্‌কোহল স্নায়ু গুলিকে দিয়া মস্তিষ্ককে বলাইবে, "কৈ, কোন বিপদ নাই।"

মাতাল যদি মাথা ফাটাইয়া ও হাত পা ভাঙ্গিয়াও ফেলে, তবু আল্‌কোহলের বশে স্নায়ুরা মস্তিষ্ককে বলিবে, "কৈ, কোন বেদনা নাই।" সর্ব্বস্বধন হারাইয়া গেলে, বা প্রাণের বন্ধু মরিয়া গেলেও আল্‌কোহলের বশে স্নায়ুরা মস্তিষ্ককে খবর দিবে, "কোন শোক দুঃখ নাই।"

এক্ষণে সৈনিকদিগের ছবি দেখাও; মনে কর, যুদ্ধে যাইবার সময়ে এক জন মদ, গাঁজা, কিম্বা ভাং খাইল, কিন্তু অন্য জন কোন নেশা করিয়া আপনার স্নায়ু গুলিকে ঘুম পাড়াইল না। বল যে উভয় সিপাহিই খুব লড়িল। জিজ্ঞাসা কর, যে সিপাহি নেশা করিয়াছিল, সে কেন পাগলের মত বেপরোয়া লড়িল? ছেলেরা যেন বলে, কারণ তাহার স্নায়ু সকল বিপদের বিষয় মস্তিষ্ককে জানায় নাই। অন্য লোকটী কেন খুব সাহসের সহিত লড়িল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা কর। তাহারা হয় ত উত্তর করিবে, "কারণ সে ভয় খায় নাই।" ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেও যে বিপদ দেখিয়া, ক্লেশ দেখিয়া, না পলাইয়া ঐ সকলের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারাকেই সাহস বলে।

ছেলেদিগকে বল, মনে কর, দুই জন লোকের সর্ব্বস্ব হারাইল, বা তাহাদের প্রাণের বন্ধু মরিয়া গেল। এমন অবস্থায় এক জন মনোদুঃখ চাপা দিয়া রাখিবার জন্য মদ বা গাঁজা

খাইয়া নেশা করিতে লাগিল। অন্য জন, এ সকল না করিয়া, বলিল, আমি ঈশ্বরের উপর ভার দিব, এবং তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিব। বল দেখি, ইহাদের মধ্যে কাহার্ যথার্থ সাহস আছে?

এখন যাহারা প্রতিজ্ঞা করিবে, "আমরা কখনও নেশা করিয়া আমাদের স্নায়ু গুলিকে ঘুম পাড়াইব না," তাহাদের হাত তুলিতে বল।

---

২৩ পাঠ।

আলোচ্য বিষয় — অভ্যাস।

বচনরত্ন।—"যে আপন পথ রক্ষা করে সে প্রাণ বাঁচায়।"

হিতো ১৬; ১৭।

চিন্তারত্ন।—"লোকে আমাদের বিষয়ে যাহা ভাবে, তাহাই সুনাম; ঈশ্বর ও দূতগণ আমাদের বিষয়ে যাহা জানেন, তাহাই চরিত্র।"

১।—অতি বহুমূল্য ধন কি?

চরিত্র।

২।—চরিত্র কি?

আমাদের মন ও অন্তঃকরণের ভাব।

৩।—এই চরিত্র কিরূপে লাভ করা যায়?

প্রধানতঃ অভ্যাসের দ্বারা; সত্যপরায়ণতা লাভ করিলে, আমাদের স্বভাব সত্যপরায়ণ ও চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে; অন্যের সঙ্গে ব্যবহার কালে যদি স্নেহ ভাব অভ্যাস করি, তাহা হইলে আমাদের চরিত্র স্নেহ ও দয়াশীল হইবে।

৪।—আমরা কি নিজ চেষ্টায় এই সকল লাভ করিতে পারি?

না। ভাল মানুষ হইতে গেলেই ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন।

৫।—এই সাহায্য অবহেলা করিয়া যদি যা মনে হয়, তাই করি, তাহা হইলে কি হয়?

মন্দ অভ্যাস লাভ হয়, সুতরাং স্বভাব চরিত্র মন্দ হইয়া পড়ে।

৬।—কোন কোন অভ্যাসের নাম করিতে পার, যাহাতে নিশ্চয়ই স্বভাব চরিত্র মন্দ করিয়া তুলে?

শপথ করা, বিশ্রামবার লঙ্ঘন, তামাক খাওয়া, মদ খাওয়া, অপবিত্র চিন্তা ও মন্দ আচরণ।

৭।—শপথ করাতে ও বিশ্রামবার লঙ্ঘন করাতে স্বভাব চরিত্রের কি হয়?

ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন, শপথ করিও না, এবং বিশ্রামবার পবিত্ররূপে পালন করিও; এই দুই আজ্ঞা লঙ্ঘন দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে অনাদর করি, তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম থাকে না। সুতরাং সহজে কেবল মন্দের দিকেই ধাই।

৮।—তামাক খাওয়ার অভ্যাস দ্বারা স্বভাব চরিত্র কেমন করিয়া মন্দ হয়?

তামাক খাইলে শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইয়া যায়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, কাজেই তামাকে মনেরও অনিষ্ট হয়। মনের অনিষ্ট হইলে স্বভাব চরিত্রেরও অনিষ্ট হইবে, কারণ বাইবেলে লেখা আছে, "যে অন্তরে যেমন ভাবে, সে নিজেও তেমনি।"

৯।—তামাক খাইলে আর কোন অনিষ্ট হয় কি?

হাঁ, হয়। শপথ ও বিশ্রামবার লঙ্ঘন করার ন্যায় তামাক খাওয়ার অভ্যাস হইলে লোককে অসৎসঙ্গে বেড়াইতে হয়। তামাক খাওয়া অভ্যাস হইলে, প্রায়ই অন্যান্য নেশা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

শিক্ষকের জন্য টীকা।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—দুই গ্লাস পরিষ্কার জল, একটু কালী ও সাদা খড়িমাটী।

এখন বুঝাইয়া দেও, কালী দেওয়াতে যেমন পরিষ্কার জল অপরিষ্কার হইয়াছে, পাপেতে তেমনি আমাদের চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে।

আবার বল, ফোঁটা ফোঁটা জল সংগ্রহ করাতে যেমন গ্লাসটী জলে ভরে, তেমনি নানা অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ মনের চিন্তা, হাতের কার্য্য ও মুখের কথা রূপ এক এক ফোঁটা জল দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়।

শিক্ষক এখন বোর্ডের দুই দিকে দুই সারি ফোঁটা আঁকিবে। এক সারি সাদা, আর সারি মেটে। সাদা সারির পাশে নানা সদভ্যাসের ও মেটে রঙ্গের সারির পাশে নানা কুঅভ্যা-সের নাম লিখিবে। নাম পড়িয়া ছেলেদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ ফোঁটা গুলির দ্বারা আমাদের চরিত্রস্বরূপ গ্লাস ভরিব, এবং কোন্ ফোঁটা গুলিই বা উক্ত গ্লাসে পড়িতে দিব না?

একটী ছেলে বোর্ডের কাছে আসিয়া, যে সকল অভ্যাসে মন্দ স্বভাব চরিত্র জন্মে, সে গুলি দেখাইয়া পড়ুক, আর সকলে তাকাইয়া দেখুক, ভুল হয় কি না। যে সকল অভ্যাসে ভাল স্বভাব চরিত্র হয়, এক্ষণে আর একটী ছেলে আসিয়া সে গুলি

দেখাইয়া পড়ুক, অন্য ছেলেরা আগেকার মত তাকাইয়া দেখিতে থাকুক।

এক্ষণে তামাক ও মদ গাঁজা খাওয়ার নিদর্শনার্থক "বিন্দু" গুলি ছাড়া বোর্ডে আর যাহা ছিল, সমস্ত মুছিয়া ফেল, এবং ছেলেদের বুঝাইয়া দেও যে শয়তান এই দুই অভ্যাসের দ্বারাই তাহাদের স্বভাব বেশী খারাপ করিতে পারে, কারণ এই দুয়েতেই মানুষকে এমন বিহ্বল করিয়া ফেলে যে সে আর কোন ভাল ও মঙ্গলকর বিষয় ভাবিতে পারে না। আর তামাক ও মদ খাওয়া অভ্যাস করিলে দুষ্ট ও নীচ লোকের সংসর্গে যাইতে হয়ই হয়।

এখন জিজ্ঞাসা কর, কাহা হইতে এই দুই প্রকার ফোঁটা আইসে? তাহারা বলিবে, সদভ্যাসরূপ ফোঁটা ঈশ্বর হইতে ও কুঅভ্যাসরূপ ফোঁটা শয়তান হইতে আইসে।

ছেলেদিগকে বলিবে যে, কতক লোকে তামাক খাওয়া বড় মন্দ কাজ মনে করে না, কারণ তাহারা জানে না যে তামাক খাইলে মদ খাওয়ার ইচ্ছা জন্মে।

যে ছেলেরা স্থির করিয়াছে যে, তামাক মদকে তাহাদের স্বভাব চরিত্র খারাপ করিতে দিবে না, তাহাদিগকে হাত তুলিতে বল।

২৪ পাঠ।

আলোচ্য বিষয়।—অভ্যাসের দাসত্ব।

বচন-রত্ন।—"দাস্য কর্ম্মদ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে লাগিল।" যাত্রা ১; ১৪।

১।—সকল লোকেই কি স্বাধীন?

অন্যের স্বাধীনতায় যত ক্ষণ হাত না দেয়, তত ক্ষণ স্বাধীন বটে।

২।—মন্দ কার্য্য করিতে কি তবে লোক স্বাধীন?

অন্যের স্বত্বে হাত না দিলে মন্দ কর্ম্মকারীদিগকে আইন কিছু বলে না।

৩।—অনেক দোষ আইনের এলাকার বাহির, সে সকল যাহাতে লোকে না করে, তাহার কোন উপায় আছে কি?

আছে; মান অপমান বোধ, নীতিজ্ঞান, সংবেদ ও পবিত্র আত্মা।

৪।—স্বাধীনতা পাইয়াছে বলিয়া যদি লোকে নিতান্ত মন্দ কর্ম্ম করিতে থাকে, তাহা হইলে কি হয়,

মন্দ অভ্যাস জন্মিয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকে

এক প্রকার দাসত্বের অধীন করিয়া ফেলে, সে অতি অধম গোলামী।

৫।—বিশেষ কোন কোন অভ্যাসের নাম করিতে পার, যাহাতে মানুষকে গোলাম করিয়া ফেলে?

সকল প্রকার মন্দ কর্ম্মের অভ্যাস বন্ধনস্বরূপ, কিন্তু তামাক ও মদ গাঁজা খাওয়ার অভ্যাসরূপ বন্ধনের শিকল কাটা বড় কঠিন বিষয়।

৬।—ইহার কোন কারণ দর্শাইতে পার?

আমরা শুনিয়াছি যে, এই সকল খাওয়া অভ্যাস করিলে মন এমন খারাপ হইয়া যায় যে, ভাল বিষয় চিন্তা করিতে, ভাল বিষয় বুঝিতে ও ভাল কার্য্য করিতে বড় একটা পারে না।

৭।—মানুষ ইচ্ছা করিলে উক্ত শিকল কাটিয়া ফেলিতে পারে না?

পারে, যদি না ইচ্ছাশক্তি নষ্ট হয়। ঐ সকল খাওয়ার অভ্যাস যাহারা করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বদাই ঐ সকল অভ্যাসের শিকল কাটিয়া ফেলিতে চাহে, কিন্তু অনেক কাল মদ গাঁজা খাওয়াতে ইচ্ছা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

৮।—তবে এ প্রকার লোকের উপায় ?

উপায় ঈশ্বর। কেবল তিনিই পুনরায় এ প্রকার লোকের মনে ভাল কর্ম্ম করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দিয়া উপকার করিতে পারেন।

৯।—এক সময়ে আমাদের দেশে দাসত্ব প্রথা ছিল, সেই দাসত্ব অপেক্ষাও এই দাসত্ব কি বেশী মন্দ ?

মন্দ বটে ; কারণ এই দাসত্বের শিকল মানুষে সাধ করিয়া পায়ে পরে, আর এই শিকলে দেহ ও আত্মা উভয়কে বাঁধিয়া রাখে।

১০।—কেমন করিয়া এই দাসত্ব এড়ান যায় ?

মদ ও তামাক হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিলে।

অভ্যাসের দাসত্ব।

দৃষ্টান্তের জিনিষ।—এক রিল সূতা, দড়ি, খড়ি মাটী ও বোর্ড।

শিক্ষক একটী বালকের মুখে লাগাম লাগাইয়া, ছেলেদিগকে দেখাইবে যে, নিজের হাত কেমন মুটো করা আছে। এখন লাগাম ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষক হাত মেলিবে। ছেলেদিগকে এই গল্পটী বল।—এক জন বৃদ্ধের হাত এমন মুটো

করা ছিল যে, সে আর তাহা মেলিতে পারিত না। ছেলেবেলা সে হাত দুখানি ইচ্ছামত মুটো করিতে ও খুলিতে পারিত। বড় হইলে সে ডাক গাড়ির কোচমান হইল, এবং ৫০ বৎসর দিবারাত্র গাড়ি হাঁকাইল। মুটো করিয়া লাগাম ধরিয়া থাকাতে এমন হইল যে, অবশেষে আর হাত মেলিতে পারিত না। ছেলেদিগকে বল যে, বার বার কোন কিছু করিলে, আর না করিয়া থাকা যায় না। তাহাকেই "অভ্যাস" বলে। কথাটা ছেলেরা বুঝিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাহাদিগকে কোন কোন অভ্যাসের নাম করিতে বল। এই বার কয়েকটী সদভ্যাসের নাম কর, যেমন সকালে বৈকালে প্রার্থনা করা, গির্জায় যাওয়া, গৃহে এটা ওটা করিয়া মা বাপের সাহায্য করা, মিষ্ট কথা বলা ইত্যাদি। ছেলেদেরকে কয়েকটী কুঅভ্যাসের নাম করিতে বলিবে। ছেলেরা যদি তামাক ও মদ খাওয়া কুঅভ্যাস বলিয়া উল্লেখ না করে, শিক্ষক ঐ দুই বিষয়ে খুব জোর দিয়া বলিবে। তামাক ও মদ গাঁজা খাওয়া যে বড় কুঅভ্যাস, ছেলেরা তাহার যত পারে, কারণ প্রদর্শন করুক। আলকোহলে ও তামাকে যে শরীর, মন ও ধর্ম্মের কত অনিষ্ট হয়, ছেলেরা পুর্ব্বেকার পাঠ সকলে এই বিষয়ে যাহা যাহা জ্ঞাত হইয়াছে, উত্তর দিবার সময়ে যেন সেই সকলের উল্লেখ করে।

শিক্ষক তামাক ও মদ গাঁজা খাওয়া কু-অভ্যাসের গোলাম করিয়া রাখিবার শক্তি কত বড়, এক্ষণে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। একটী ছেলেকে সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া, এক গাছি সুতা দিয়া তাহার হাত বাঁধিবে, তাহার পর তাহাকে সুতা ছিঁড়িয়া ফেলিতে বলিবে। বুঝাইয়া দিবে যে, এটী তামাক ও মদ গাঁজা খাওয়ার প্রথম অবস্থার দৃষ্টান্ত; এ অবস্থায় অভ্যাসটা অনায়াসে নষ্ট করিতে পারা যায়। এই বার ছেলেটীর হাতে ২০ প্যাঁচ দিয়া সুতা জড়াইয়া দিয়া, ছিঁড়িতে বল। বলামাত্র সে ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু এক প্যাঁচের বেলা যেমন কাজটী সহজ ছিল, এবার তেমন নহে, একটু জোর দিতে হইল। ছেলেরা যদি বুঝিতে না পারে, তবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই বার শিক্ষক সুতা গাছটী পঞ্চাশ প্যাঁচ দিয়া ছেলেটীর হাত বাঁধিবে; সুতা জড়াইতে জড়াইতে বলিবে যে, যে বালক বা যুবক ঘন ঘন তামাক খায়, বার্ডসাই বা চুরুট টানে, বা রোজ রোজ মদ খায়, এইটী তাহার ছবি। ছেলেটীকে সুতা ছিঁড়িতে বলিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ছিঁড়িতে পারিবে না। ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দিবে, এই যে ছেলেটী চেষ্টা করিয়াও বাঁধন ছিঁড়িতে পারিল না; যে ব্যক্তির তামাক বা মদগাঁজা খাওয়ার অভ্যাস এমন পাকিয়া গিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও ছাড়িয়া দিতে পারে না, এ তাহার দৃষ্টান্ত। এই বার এক

গাছি দড়ি দেখাইয়া বলিবে যে, অনেক খেঁই একত্র পাকাইয়া এই দড়ি হইয়াছে। এই দড়ি দিয়া ছেলেটীর হাত ভাল করিয়া বাঁধিয়া দড়ি ছিঁড়িতে বলিবে, এ দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলা তাহার অসাধ্য। ছেলেদের বুঝাইয়া দিবে যে, কু-অভ্যাস রূপ দড়িতে মানুষকে এই রূপে বাঁধিয়া দাস করিয়া রাখে। এদেশে এই রূপ লক্ষ লক্ষ কু-অভ্যাসের দাস আছে।

যে বালকের হাতে দড়ি বাঁধা, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, এখন কি করিতে বল। সে নিশ্চয়ই দড়ি খুলিয়া দিতে বলিবে। ছেলেদিগকে বল যে, তামাক ও মদ গাঁজার অনেক গোলাম, এই বালকের মত কু-অভ্যাসের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহে।

এই বার বালককে আপনি বাঁধন খুলিতে বল। সে বলিবে, আমি খুলিতে পারি না। ছেলেদিগকে বল যে, এটীও তামাক ও মদ গাঁজা-খোরের দৃষ্টান্ত, তাহারা আপন বলে এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না।

এক্ষণে শিক্ষক বাঁধন খুলিয়া বালককে মুক্ত করিয়া দিয়া ছেলেদিগকে বলিবে, যে কোন ব্যক্তি তামাক ও মদ খোর লোককে কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে সাহায্য করেন, এটী তাঁহার দৃষ্টান্ত। শিক্ষক বোর্ডে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া ছেলেদিগকে বলিবে, কেবল ঈশ্বরই তামাক ও মদ গাঁজার গোলামকে কু-অভ্যাসের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারেন।

CALCUTTA:—PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.